মানবিক মূল্যবোধ ও সমাজ সচেতনতার দীপ্ত দর্পণ

সুমধ্যমা

সবার মাঝে, সবের মাঝে

Postal Registration No. Kol RMS/474/2019-21
Published on 3rd August, 2020

August, 2020 Volume-VI, Issue-VI | 8 Pages, Rs. 2.00 | Regd. No-WBBEN/2015/63375

এক পলকে দেশ

শুদ্ধিকরণে

নয়াদিল্লি-স্যানিটাইজারেরওপরজি এসটিবসছে১৮শতাংশ।জিএসটি কমালে নাকি দেশি সংস্থাগুলো মার খাবে। যুক্তি কেন্দ্রের। এছাড়া বিষয়টি 'আত্মনির্ভর ভারত' নীতির পরিপন্থী।

নতুন শিক্ষানীতি

নয়াদিল্লি-১৯৮৬ সালের পরে এই প্রথম শিক্ষানীতি ঘোষণা করল কেন্দ্রীয় সরকার। বদলে গেল মন্ত্রকের নামও। মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের নাম পাল্টে হল শিক্ষা মন্ত্রক।

চাইছে কেন্দ্র

নয়াদিল্লি-পড়ুয়াদের বাবা-মায়ের বক্তব্য জেনে স্কুল খোলার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে চায় কেন্দ্র। রাজ্য গুলিকে এই মর্মে নির্দেশ পাঠিয়েছে কেন্দ্র।

পাঁচ রাফাল

নয়াদিল্লি-অম্বালা বায়ুসেনা ঘাঁটিতে ২৯ জুলাই এসে পৌঁছল ৫টি রাফাল যুদ্ধবিমান। চূড়ান্তভাবে বায়ুসেনার হাতে বিমান গুলো তুলে দেওয়া হবে অগস্টের মাঝামাঝি।

ভাল্‌ভযুক্ত মাস্ক

নয়াদিল্লি-ভাল্‌ভযুক্ত এন ৯৫ মাস্ক ব্যবহার করার বিষয়ে সতর্ক করল কেন্দ্রীয় সরকার। কারণ এতে করোনাভাইরাসের জীবাণু রোখা যায় না।

মহিলাদের জন্য

নয়াদিল্লি-সেনাবাহিনীতে মহিলা দের স্থায়ী কমিশন চালুর নির্দেশ জারি করল কেন্দ্রীয় সরকার। সুপ্রিম কোর্টের আদেশের ভিত্তিতে একাজ শুরু হল।

নির্দেশিকা

নয়াদিল্লি-যথাসম্ভব কম লোকের উপস্থিতিতে রাজ্যগুলোকে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান পালনের নির্দেশ দিল কেন্দ্র।

হুঁশিয়ারি

নয়াদিল্লি-কোভিডের জন্য প্রয়োজনে ওষুধ সুপারিশ করতে হবে, অপ্রয়োজনে নয়। কেন্দ্রের ওষুধ বিষয়ক দপ্তর চিকিৎসকদের জন্য এই হুঁশিয়ারি দিয়েছে।

সাথে আছি, পাশে থাকার অঙ্গীকার

আমপান বিধ্বংসী ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত দক্ষিণ ২৪ পরগণার গদখালি গ্রামে জনৈক বৃদ্ধার হাতে ত্রাণসামগ্রী তুলে দিচ্ছেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। (সংবাদ ২-এর পাতায়) নিজস্ব চিত্র

প্রতিষেধকের রেসে কেন্দ্রীয় সংস্থাও

নিজস্ব প্রতিনিধি-করোনাভাইরাসের দাপট এতটাই ভয়ংকর যে এবার বেসরকারি সংস্থার পাশাপাশি প্রতিষেধক আবিষ্কারের প্রতি যোগিতায় দৌড় শুরু করল কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন বায়োটেকনোলজি দপ্তর। এই দপ্তরের পরিচালনাধীনে রয়েছে ফরিদাবাদের ট্রান্সলেশনাল হেলথ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ইন্সটিটিউট। তাদের দাবি, তারা সম্প্রতি একটি অ্যামাইনো অ্যাসিডের শৃঙ্খল নির্ভর টিকা বানিয়েছে, যেটা করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রুখে দিতে পারবে। ভারত বায়োটেকের কোভ্যাক্সিন, ক্যাডিলার জাইকডের পরে ফরিদাবাদের এই সংস্থাটির ঘোষণায় ভারত সরকারের নিজস্ব উদ্যোগে টিকা তৈরির সম্ভাবনা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। করোনা ভাইরাসের শুরু থেকেই এই টিকার বাজার ধরতে বেসরকারি সংস্থাগুলো ব্যাপক প্রতিযোগিতায় নেমেছে। সেই প্রতিযোগিতার মাঝপথে অংশগ্রহণ করল কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন বায়োটেকনোলজি দপ্তর। ফরিদাবাদের এই সংস্থাটি সম্প্রতি সিন্থেটিক পেপটাইড নির্ভর টিকা আবিষ্কার করেছে বলে দাবি করছে। এই আবিষ্কারের জন্য অবদান রয়েছে দু'জন গবেষকের। তাঁরা হলেন সুইটি সামল এবং শুব্বির আহমেদ। গোটা পরিকল্পনাটির দায়িত্বে ছিলেন অধ্যাপক গগনদ্বীপ কঙ্গ। তিনি অবশ্য কিছুদিন আগেই এই সংস্থার চাকরি থেকে ইস্তফা দেন।

ফরিদাবাদের সংস্থাটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভাইরাসের প্রোটিনের ওপর কাজ করে কৃত্রিম ভাবে তৈরি পেপটাইড দিয়ে এই ভ্যাকসিন তৈরি করা হয়েছে। সংস্থার কিছু গবেষকের বক্তব্য, মানবকোষের ভিতরে ভাইরাস প্রবেশ করে স্পাইক প্রোটিনের মাধ্যমে। সংক্রমণের আগে শরীরে যদি টিকা প্রয়োগ করা যায়, তাহলে ওই টিকার কারণে অ্যান্টিবডি তৈরি হয় শরীরে। মানব শরীর তখন বুঝতে পারে বাইরে থেকে যদি শত্রু আসে, তাহলে অ্যান্টিবডি তৈরি করে সেই শত্রুকে রুখতে হবে। এক্ষেত্রে পেপটাইডকে জুড়ে ভাইরাসকে দুর্বল করে দেওয়ার জন্য যে প্রোটিন তৈরি করা হয়েছে, সেটাকেই টিকা হিসেবে ব্যবহার করা হবে। ইতিমধ্যে জন্তুর ওপর তা প্রয়োগ করা হয়েছে এবং সাফল্য এসেছে। ইতিমধ্যে পেটেন্টের জন্য আবেদনও করেছে সংস্থাটি। জন্তুর ওপর ওই টিকা প্রয়োগ কতটা সফল সেটা ক্ষতিয়ে দেখে এবার মানবদেহে সেটা প্রয়োগ করার জন্য অনুমতি দেবে ড্রাগ কন্ট্রোলার জেনারেল অব ইন্ডিয়া। ভাইরোলজিস্টরা মনে করেন এই ধরনের প্রতিষেধকের ছাড়পত্র পেতে দেড়-দু'বছর সময় লাগে। ইদানিং সংক্রমণ যেভাবে ছড়াচ্ছে, সেকথা ভেবে বাজারে যত তাড়াতাড়ি টিকা নিয়ে আসা যায়, তা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করছে কেন্দ্রীয় সরকার। ইতিমধ্যেই ভারত বায়োটেক এবং ক্যাডিলা মানব শরীরে তাদের টিকা পরীক্ষামূলক প্রয়োগ শুরু করে দিয়েছে। অনেক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা এই টিকা

এরপর ২-এর পাতায়

সাবধানে করাই ভাল রূপের চর্চা

সঞ্জীব আচার্য্য

চলতি শতাব্দীতে রূপচর্চা নিয়ে গোটা বিশ্বে একটা উথাল পাথাল চলছে। বিভিন্ন ভ্যারাইটি বাজারে নিয়ে আসছে বড় বড় কোম্পানি। বিশেষ করে হার্বাল কসমেটিক্স এখন বিশ্বের বাজারের একটা ভালো অংশ দখল করে রয়েছে। প্রায় প্রতি মাসে বাজারে আসছে নিত্যনতুন প্রোডাক্ট। মানুষের বিশেষ করে মহিলাদের নখ থেকে শুরু করে মাথার চুল পর্যন্ত প্রতিটি অংশের জন্য কয়েক গুচ্ছ করে প্রোডাক্ট রয়েছে। এর ওপর রয়েছে বিদেশি কোম্পানির প্রোডাক্ট। ব্যবহার কারীরাও বাজারে এত প্রোডাক্টের ভিড় দেখে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন। তবুও বলতে হয়, কসমেটিক্সের ভাল মন্দ সঠিকভাবে বিচার করে ব্যবহার না করলে তার ফল ভুগতে হতে পারে। এক্ষেত্রে রূপচর্চা বৃদ্ধি বা ভালো হওয়ার থেকে খারাপও হয়ে যেতে পারে।

রূপচর্চা শুধু বিউটি প্রোডাক্টের কেরামতি নয়। এটা একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। এই পদ্ধতি মেনে চললে এবং সেই অনুপাতে প্রসাধনী ব্যবহার

এরপর ২-এর পাতায়

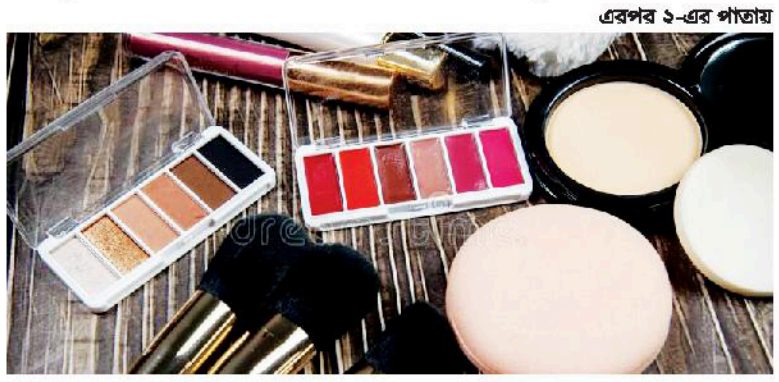

এক পলকে রাজ্য

কোভিড যোদ্ধার মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি-করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল চন্দননগরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট দেবদত্তা রায়ের (৩৮)। রাজ্যে ফিরে আসা পরিযায়ী শ্রমিকদের দায়িত্ব দক্ষতার সঙ্গে সামলে ছিলেন দেবদত্তা।

রেকর্ড পাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি-বিগত বছর গুলোকে টেক্কা দিয়ে এবছর মাধ্যমিকে পাশের হার ৮৬.৩৪%। গত বছর ছিল ৮৬.০৭%। মেধা তালিকায় প্রথম দশটি স্থানে জায়গা করে নিয়েছে ৮৪ জন ছাত্র ছাত্রী। উচ্চ মাধ্যমিকে এবার পাশ করেছে ৯০.১৩%। সর্বোচ্চ নম্বর ৪৯৯।

যোদ্ধার জন্য

নিজস্ব প্রতিনিধি-করোনা মোকা বিলায় কাজ করতে গিয়ে কোন সরকারি কর্মীর মৃত্যু হলে তাঁর পরিবারের একজনকে চাকরি দেবে রাজ্য সরকার।

আমৃত্যু রেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি-শহীদ দিবসের মঞ্চ থেকে আগামী নির্বাচনে জিতলে রাজ্যের মানুষদের বিনামূল্যে আজীবন রেশন দেওয়ার আশ্বাস দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

চলে গেলেন অমলাশঙ্কর

নিজস্ব প্রতিনিধি-১০১ বছর বয়সে সাংস্কৃতিক জগতকে পেছনে ফেলে চলে গেলেন প্রবাদপ্রতিম নৃত্যশিল্পী অমলা শঙ্কর। ২৪ জুলাই ভোর রাতে ঘুমের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মেয়ে মমতাশঙ্করের কাছে থাকতেন অমলাশঙ্কর। বার্ধক্য জনিত অসুস্থতাতেই প্রয়াত হলেন তিনি। তাঁর মৃত্যুতে একটা যুগের অবসান হল।

সোমেন মিত্রের প্রয়াণ

নিজস্ব প্রতিনিধি-হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে চলে গেলেন প্রদেশ

কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্র (৭৮)। বেশ কিছুদিন ধরেই তিনি অসুস্থ ছিলেন। ১৯৭২ সালে তিনি প্রথম বিধায়ক হন। এরপর টানা ১৯৮২-২০০৬ পর্যন্ত বিধায়ক ছিলেন। ২০০৯ সালে তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে সাংসদ হন। আবার ফিরে আসেন কংগ্রেসে। ২০১৮ সালে ২২ সেপ্টেম্বরে তৃতীয় দফায় প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

সাবধানে করাই ভাল রূপের চর্চা

প্রথম পাতার পর

করলে তবেই রূপ খোলতাই হবে। প্রসাধনী বা কসমেটিক্সের একটা বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা রয়েছে। তাতে বলা হয়েছে প্রসাধনী হবে এমন যা ত্বককে আর্দ্র, টানটান করবে। রোমকূপে জমে থাকা ময়লা টেনে বার করে সুন্দর এবং ঝকঝকে মাখনের মতো জেল্লা এনে দেবে। রোদের তাপ থেকে রক্ষা করবে আবার শীতের রুক্ষতা থেকে বাঁচাবে। কাজেই ত্বকের ধরন অনুযায়ী প্রোটিন-ভিটামিন, খনিজ উপাদানের সঠিক মিশেলে প্রসাধনী বেছে নেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

আমাদের দেশের জলবায়ুতে গরমের ভাব বেশি। আমরা সকলেই কম-বেশি গরম সহ্য করতে অভ্যস্ত। শীতের ভাবটা এখানে খুব স্বল্প দিনের জন্য। কড়া রোদে আমাদের ত্বকে বাদামি ছোপ পড়ে যাকে বলা হয় ট্যান। এই ট্যান তুলতে এমন কিছু প্রসাধনী ব্যবহার করা হয় যার ক্ষতিকারক টক্সিন ত্বকের ব্যাপক ক্ষতি করে। আবার বলিরেখা মুছে ফেলতে বাজারে চালু এমন কিছু প্রসাধনী ব্যবহার করা হয়, যার ফল শেষ পর্যন্ত বিষময় হয়ে ওঠে। কসমেটিক্সে যেমন ভাল উপাদান থাকে, তেমনি বাছাই করে না কিনলে এর খারাপ উপাদান ত্বকের সর্বনাশ করে দিতে পারে। এবার কসমেটিক্সের খারাপ উপাদান নিয়ে কিছু তথ্য দেখে নেওয়া যাক—**(১) ইমালসিফায়ার (Emulsifier) ঃ** এটি ক্রিমের মত এক ধরনের উপাদান যাতে তেল ও জল সমানুপাতে মেশানো থাকে। প্রসাধনীর প্রায় দশ শতাংশে থাকে এই ইমালসিফায়ার। এই উপাদানটি বেশি পরিমানে থাকলে ত্বক খসখসে হয়ে যায়। ত্বকের শুষ্কতা বাড়তে থাকলে তা থেকে চুলকানি এবং একজিমার জন্ম হয়।

(২) তেল (Oil) ঃ যে কোনও ক্রিম, লোশন, লিপস্টিক বা অন্য মেক আপ প্রোডাক্টে তেল উপাদান থাকবেই। উদ্ভিদের এবং পানীয় ফ্যাট থেকেই প্রসাধনীর তেল তৈরি হয়। বেশি সময় ধরে অথবা বেশি পরিমাণে মেক আপ প্রোডাক্ট ব্যবহার করলে এই তেল জাতীয় উপাদানের অক্সিডেশন হয়ে তার রং বদলে যায়। এই দীর্ঘ সময় ত্বকে লেগে থাকলে নানারকম চর্মরোগ হতে পারে।

(৩) সিন্থেটিক রং (Colour) ঃ মেক আপ বলতে বোঝায় নানারকম রং। এর মধ্যে থাকে ভারী ধাতব উপাদান। যেমন—পারদ, সীসা ও ক্রোম যা চামড়ার সমস্যা তৈরি করে।

(৫) অ্যান্টিসেপটিক (Anti septic) ঃ প্রসাধনীর তেল জাতীয় উপাদানে জীবানুরা বংশ বৃদ্ধি করে। এর জন্যই অ্যান্টিসেপটিকের প্রয়োজন হয়। তবে এর একটা নির্দিষ্ট অনুপাত থাকা জরুরি।

(৭) ইমিডাজোলিডিনিল ইউরিয়া (Imidazolidinyl Urea) ঃ এটা একধরনের অ্যান্টি মাইক্রো বিয়াল প্রিজারভেটিভ যা প্রসাধনীর একটি উপাদান। এর মধ্যে ট্রক্সিক পদার্থটি ত্বকের সমস্যা সৃষ্টি করে।

(৮) প্যারাবেনস (Para bens) ঃ এটা প্রিজারভেটিভ। এর মধ্যে রয়েছে প্যারাহাইডক্সিবেন জোয়েটস। ত্বকের চুলকানি, খসখসে ভাব, জ্বালাপোড়ার জন্য প্যারাবেনস দায়ী।

(৯) থ্যালেটস (Phthalates) ঃ প্লাস্টিসাইজার হিসেবে কাজ করে এই রাসায়নিক উপাদান। প্রসাধনীতে এ উপস্থিত এই উপাদানটি ত্বকের মারাত্মক ক্ষতি করে।

(১১) পলিইথিলিন গ্লাই কলস (Polyethylene Glycols) ঃ পলিইথার কম্পাউন্ড কসমেটিক্স সলভেন্টের কাজ করে। বেশি পরিমাণে থাকলে ত্বকের বিবিধ সমস্যা দেখা দেয়।

(১২) সিন্থেটিক ফ্র্যাগরেন্স (Synthetic Fragrances) ঃ এটি সুগন্ধীর রাসায়নিক উপাদান। শুধু ত্বকের অ্যালার্জি নয়, শ্বাসের সমস্যাও দেখা দেয়। মাথা ব্যথা, বমি বমি ভাব এবং নানারকম চর্মরোগ হতে পারে।

(১৩) সোডিয়াম লরিয়াল সালফেট (Sodium Lauryl Sulfate) ঃ এই রাসায়নিক উপাদান চোখ, ত্বক এবং ফুসফুসের জন্য ক্ষতিকর।

(১৪) পিভিপি/ভিএ কো-পলিমার (PVP/VA Co polymer) ঃ পেট্রোলিয়াম থেকে তৈরি হয় এই রাসায়নিক। মূলত হেয়ার প্রোডাক্টেই বেশি থাকে। এছাড়া জেল, ওয়াক্স, ক্রিমেও এই উপাদান থাকে। ত্বকের জন্য বেশ ক্ষতিকর।

প্রসাধনের জন্য ভালো যারা

(ক) আরবুটিন (Arbutin) ঃ ক্র্যানবেরি, বিয়ারবেরি, ব্লুবেরিতে পাওয়া যায় এই হাইড্রোকুইনন কম্পাউন্ড। ত্বককে বিভিন্ন প্রকার ক্ষতির হাত থেকে বাঁচায় আরবুটিন। ফর্সা হওয়ার জন্য ক্রিমের রাসায়নিক থেকে যে ক্ষতি হয়, তাকে সুরক্ষা দেয়। মেলানিন তৈরিতে সহায়তা করে।

(খ) অ্যাসকরবিক অ্যাসিড (Ascorbic Acid) ঃ এটা হল ভিটামিন সি। ত্বকের অ্যান্টি অক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে। পি এইচ-এর ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে।

(গ) অ্যাসকরবিল ডিপাল মিটেট (Ascorbyl Dipal mitate) ঃ এটা ভিটামিন সি এবং পামিটিক অ্যাসিডের ডাই-ইস্টার। প্রসাধনীর এই উপাদানটি ত্বকের অ্যান্টি অক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে।

(ছ) ম্যাগনেশিয়াম অ্যাস করবিল ফসফেট (Magnesium Ascorbyl Phosphate) ঃ ভিটামিন সি-এর উপাদান। ত্বকের আর্দ্রভাব ধরে রাখে। কোলাজেন তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

এছাড়া ৪০ শতাংশ প্রসাধনী প্রোডাক্টে স্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াস ব্যাকটেরিয়া থাকে। যে কোনও প্রসাধনী কেনার আগে তা চোখে, ঠোঁটে বা মিউকাস মেমব্রেনের বদলে হাতে লাগিয়ে দেখতে হবে যে কোনরকম অ্যালার্জি বা র‍্যাশ হচ্ছে কিনা। ত্বকের উপযোগী হলেই সেটা কেনা যেতে পারে। এখানে প্রোডাক্টের দাম বা গেট আপ বিচার্য্য নয়।

এখানে - ওখানে

গদখালিতে ত্রাণবন্টন

আমফানের পর ঘরের চালের ভগ্নদশা নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি-দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বাসন্তীর গদখালিতে আমফান বিধ্বংসী ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসীদের মধ্যে ত্রাণ বন্টন করল সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। গোটা বিশ্বের সঙ্গে এরাজ্যেও করোনাভাইরাসের কবল থেকে বাঁচতে চলেছে বিধিনিষেধের পালা। এই জটিল পরিস্থিতিকে সামনে রেখে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে আবশ্যিকভাবে মাস্ক পরে এবং স্যানিটাইজার ব্যবহার করে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডা রেশনের সদস্যরা সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্যের নির্দেশমতো শৃঙ্খলবদ্ধ হয়ে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার বাসন্তীর গদখালি গ্রামের আমফান বিধ্বস্তদের মধ্যে ত্রাণ বন্টনের কাজ চালালো। এই ঝড়ে গোটা গ্রামের অধিকাংশ কাঁচা বাড়ি সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়েছে। তাদের মাথার ওপরে এখন ছাদ নেই। মাঠের ফসল সব নষ্ট হয়ে গেছে। প্রয়োজনের তুলনায় খাদ্য সামগ্রীর যোগান অপ্রতুল।

একদিকে কোভিড-১৯-এর থাবা অন্যদিকে ঝড়ে সর্বস্ব শেষ। গ্রামবাসীরা নিদারুন অবস্থার মধ্যে দিয়ে দিনযাপন করছেন। এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন সীমিত ক্ষমতার মধ্যে যতটুকু সম্ভব প্রয়োজনীয় জিনিস গদখালির গ্রামবাসীদের মধ্যে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। ১০ জুলাই, গদখালির মসজিদবাটী পার্বতী অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এই ত্রাণ বন্টন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল। ক্ষতিগ্রস্তদের সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী সহ ওষুধ দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক গ্রামবাসীর হাতে আলু, চাল, ডাল, সাবান, জামাকাপড়, মাস্ক, ত্রিপল, ওষুধ তুলে দেওয়া হয়। এই ত্রাণ বন্টন অনুষ্ঠানের দায়িত্বে ছিল স্থানীয় মন্মথ চৌধুরী, মেমোরিয়াল গ্রামোন্নয়ন সমিতি। সমিতির তরফে উপস্থিত ছিলেন সমস্ত সদস্যবৃন্দ। এছাড়া মির্জা মেহেদি হোসেন বেগের নেতৃত্বে সমস্ত ত্রাণ বন্টন অনুষ্ঠানটি নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হয়েছে।

রেসে কেন্দ্রীয় সংস্থাও

প্রথম পাতার পর

আবিষ্কার পর্বে এথিক্স নিয়ে অনেক প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁদের মতে, সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা সেরে ফেলার অর্থ এই নয় যে, টিকা বাজারে আসতে চলেছে। তাড়াতাড়ি সবকিছু পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলেও একটি ভাইরাসের প্রতিষেধক বাজারে নিয়ে আসার আগে অনেক রকম প্রমাণিত তথ্য ড্রাগ কন্ট্রোলারের সামনে তুলে ধরতে হয়। এরপর চুলচেরা বিশ্লেষণ শেষে টিকা বাজারে আসার ছাড়পত্র পায়। বলা যেতে পারে, জলবসন্ত ও গুটিবসন্তের টিকা বাজারে আসতে প্রায় দু'শো বছরেরও বেশি সময় লেগেছিল। এদিকে, অক্সফোর্ডের ভ্যাকসিন টি-সেলেই বাজিমাত করবে। দাবি করেছেন বিজ্ঞানীরা। অক্সফোর্ডের গবেষকরা ছাড়া আর কেউ টি-সেল তৈরি করছে বলে দাবি করেনি।

১৫,৮৩,৭৯২	
দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা	
মৃত ৩৪,৯৬৮	সুস্থ ১০,২০,৫৮২
পশ্চিমবঙ্গে আক্রান্ত	
৬৭,৬৯২	
পশ্চিমবঙ্গে মৃত	অ্যাক্টিভ রোগী
১৫৩৬	১৯,৯০০

(৩০ জুলাই, ২০২০ রাত ১২টা পর্যন্ত এই হিসেব। সূত্র : স্বাস্থ্য মন্ত্রক, স্বাস্থ্য দপ্তর)

JR
JYOTEE
BASMATI RICE

Available 1Kg, 5Kg, 10Kg, 15Kg
20Kg, 25Kg, 50Kg

Marketed by :
Karu International
A HOUSE OF EXPORT & IMPORT

13, Madanmohantala Street, Kolkata - 700 005
West Bengal, India
E-mail ; karuinternational2016@gmail.com

For Door to Door Delivery & Trade Enquiry
Office : 98307 52121, 98300 52800, 98301 52800
North Kolkata : 91630 76734
South Kolkata : 98365 85695

মাস্ক পরলেন ট্রাম্প

মাস্ক পরে দেখা গেল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে

ওয়াশিংটন-শেষ পর্যন্ত প্রকাশ্যে মাস্ক পরে দেখা গেল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে। আমেরিকায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। ১১ জুলাই মেরিল্যান্ডে এক সামরিক হাসপাতালে আহত সেনা কর্মী ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে দেখা করলেন ট্রাম্প। এই দিনই প্রথম মাস্ক পরলেন তিনি। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ট্রাম্প বলেন, 'আমি কখনওই মাস্কের বিরোধী ছিলাম না। তবে আমি মনে করি সময় ও জায়গা বুঝে পরা উচিত।' ১১ জুলাই ওয়াল্টার রিড মিলিটারি হাসপাতালে মাস্ক পরে যান ট্রাম্প।

নেপালে মৃত ৩৭

কাঠমাণ্ডু-অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত পশ্চিম নেপালের বিস্তীর্ণ এলাকা। এরই মধ্যে ভূমিধসে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৭-এ। নিখোঁজ ১৫ জন। পুলিশ এবং সেনা উদ্ধারের কাজে নেমেছে।

দিশেহারা হংকংয়ের মানুষ

হংকং-হংকংয়ে জাতীয় নিরাপত্তা আইন চালু হওয়ার পর থেকে সেখানে নিরাপত্তার অভাববোধ করছেন বহু হংকংবাসী। চিন সেখানে জাতীয় নিরাপত্তা আইন বলবৎ করেছে। অনেকেই এখন হংকং ছেড়ে বিদেশে চলে যাওয়ার কথা চিন্তাভাবনা করছেন।

গুগলের লগ্নি

ওয়াশিংটন-ডিজিটাল ভারতের স্বপ্নকে সাকার করতে আগামী সাত বছরে ৭৫,০০০ কোটি টাকা লগ্নি করবে গুগল। ১৩ জুলাই সংস্থার সি ই ও ভারতীয় বংশোদ্ভূত সুন্দর পিচাইয়ের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকের পর এখবর জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। গুগল ভারতের কৃষক, যুবক এবং নবীন শিল্পোদ্যোগীদের হাত ধরবে। সুন্দর পিচাই জানিয়েছেন, 'আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ এবং মন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল নিশঙ্ককে ধন্যবাদ। গুগলে বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, ভারতের চারটি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করবে তারা।

দারিদ্র্য মোচনে ভারতের রেকর্ড

রাষ্ট্রপুঞ্জ-দারিদ্র্য দূরীকরণে বড় সাফল্য অর্জন করেছে ভারত। রাষ্ট্রপুঞ্জের রির্পোট অনুসারে ২০০৫-০৬ থেকে ২০১৫-১৬-র মধ্যে ভারতে ২৭ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষ দারিদ্র্যে থেকে মুক্ত হয়েছেন। রির্পোট বলছে, 'ভারত রেকর্ড সংখ্যক মানুষকে দারিদ্র্যসীমার বাইরে নিয়ে আসতে পেরেছে।' রাষ্ট্রপুঞ্জের ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম ও অক্সফোর্ড পভার্টি অ্যান্ড হিউম্যান ইনিশিয়েটিভ-র পরিসংখ্যন বলছে, ২০০০ থেকে ২০১৯-র মধ্যে বিশ্বের ৭৫টি দেশের মধ্যে ৬৫টি দেশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দারিদ্র্যের মাপকাটি কমাতে পেরেছে।

প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যু

আইভরি কোস্ট-হৃদযন্ত্রে সমস্যা ছিল অনেকদিন ধরেই। ৮ জুলাই ক্যাবিনেট মিটিং চলাকালীন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে মারা যান আইভরি কোস্টের প্রধানমন্ত্রী আমাডোউ গন কুলিবলি (৬১)।

ফেরত গুরুদ্বার

বালুচিস্তান-দু'শো বছরের প্রাচীন একটি গুরুদ্বার শিখ সম্প্রদায়ের মানুষকে ফেরত দিল পাকিস্তানের বালুচিস্তান প্রদেশের সরকার। এই গুরুদ্বারটিতে একটি মেয়েদের স্কুল চালাত বালোচ সরকার।

সাগরপারের টুকিটাকি

এবছরে নয়

জেনিভা-বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার জরুরি বিভাগের শীর্ষকর্তা মাইক রায়ান জানিয়েছেন, ২০২১ সালের প্রথম ভাগের আগে করোনার প্রতিষেধক সাধারণ মানুষের হাতে আসার সম্ভাবনা নেই। যদিও অনেকগুলো দেশের গবেষণা জোর কদমে এগোচ্ছে। অনেকে তৃতীয় পর্যায়ের ট্রায়ালে পৌঁছে গেছে। তবুও সকলের জন্য টিকা পেতে আগামী বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এই আবিষ্কারের সুফল পৌঁছে দিতে হবে পৃথিবীর সব মানুষকে।

চিনকে নিন্দা

ওয়াশিংটন-গালওয়ানে অনুপ্রবেশ করেছিল চিনা সেনা। এই মর্মে মার্কিন কংগ্রেসের হাউস অব রিপ্রেজেন্টে টিভসে একটি সংশোধনী আনা হয়েছে, সেখানে চিনকে নিন্দা করা হয়েছে।

নেপালে বন্ধ হল ভারতীয় সংবাদ চ্যানেল

কাঠমাণ্ডু-ভারতীয় সংবাদ চ্যানেলগুলোতে নেপাল বিরোধী অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। নেপালে শাসকদলের মুখপাত্র নারায়ণ কাজি শ্রেষ্ঠা ৯ জুলাই এই অভিযোগ করেন। এরপর থেকেই একমাত্র দুরদর্শন ছাড়া নেপালে সমস্ত ভারতীয় চ্যানেলের প্রদর্শন বন্ধ করে দেওয়া হয়। এরই মধ্যে ভারতের তিনটি এলাকাকে অন্তর্ভুক্ত করে নেপাল সরকার নতুন মানচিত্র পার্লামেন্টে পাশ করেছে। দিল্লি তার প্রতিবাদ করে কূটনৈতিক নোট পাঠিয়েছে। নেপালের ওলি সরকার ভারতের লিম্পিয়াধুরা, কালাপানি ও লিপুলেখ অন্তর্ভুক্ত করে নতুন মানচিত্র তৈরি করেছে।

ম্যান্ডেলা কন্যা

জোহানেসবার্গ- প্রয়াত নেলসন ম্যান্ডেলা এবং উইনি ম্যান্ডেলার কন্যা সক্রিয় কর্মী উইনিমাদিকি জেলা ম্যান্ডেলা। ১৩ জুলাই সকালে ৫৯ বছর বয়সে মৃত্যু হয়েছে তাঁর। স্বামী এবং চার সন্তানকে রেখে চলে গেলেন মাদিকি জেলা।

চাপে বোলসোনারো

ব্রাসিলিয়া-এসেছিলেন মাস্ক পরে সাংবাদিক সম্মেলন করতে। এরপর মাস্ক খুলে ফেলে জানান, তিনি করোনা পজিটিভ। ৭ জুলাই এই ঘটনার পর ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট জাইর বোলসোনারোর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার কথা ঘোষণা করে প্রেস অ্যাসোসিয়েশন। উত্তরে ট্রাম্প, দক্ষিণে বোলসোনারো মিলে করোনার ত্রাস কার্যত 'হেলাফেলা' করে উড়িয়ে দিচ্ছেন। অথচ বিশ্বে সংক্রমণের তালিকার শীর্ষে রয়েছে এই দুটি দেশ।

দুঃখিত পোপ

ভ্যাটিকান সিটি-তুরস্কের ইস্তানবুলে হাইয়া সোফিয়া মিউজিয়ামটিকে মসজিদ তৈরি করার সিদ্ধান্তে গভীর দুঃখ পেয়েছেন পোপ ফ্রান্সিস। ১৫০০ হাজার বছর আগে এটি প্রথমে গির্জা ছিল। কিন্তু অটোমনরা ১৪৫৩ সালে এটিকে মসজিদে রূপান্তরিত করেন। ১৯৩৪ সালে সেখানেই মিউজিয়াম তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেয় তুরস্ক সরকার।

চাবাহারে জট

ইরান-ইরানের সামরিক বাহিনীর শাখা ইসলামিক রেভোলিউশোনারি গার্ড কোর অধীন একটি সংস্থা খাতাম আল-আনবিয়া-কে চাবাহার জাবেদিন রেলপ্রকল্প নির্মাণের বরাদ দিয়েছিল ইরান। এই সংস্থার ওপর আমেরিকার নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। সেকারণেই চাবাহার বন্দরটি নিয়ে ভারতের মাথা ব্যথা। সংস্থাটিকে সরাবার জন্য দিল্লির অনুরোধে কান দেয়নি ইরান।

বিশ্বে খিদের জ্বালা বাড়বে

রোম-খিদের জ্বালায় জন্য আর্তনাদ আরও ভয়াবহ আকার নিতে চলেছে বিশ্বজুড়ে। রাষ্ট্রসংঘের সঙ্গে যুক্ত পাঁচটি সংস্থা একযোগে এই শিহরণ জাগানো তথ্য জানিয়েছে। বিশ্বজুড়ে সমীক্ষা করেছে তারা। তাদের বক্তব্য, 'সকলের জন্য খাদ্য' এই স্লোগানের সারবত্তা খুবই কম। খিদের সাম্রাজ্য দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। গতবছরেও এই তালিকায় এক কোটি মানুষের নাম যুক্ত হয়েছে। এবার করোনা মহামারীর কারণে সেই সংখ্যা এক লাফে ১৩ কোটি হতে চলেছে। রাষ্ট্রসংঘের সমীক্ষা থেকে জানা গেছে, বিশ্বের মোট জনসমষ্টির প্রায় ৯ শতাংশ মানুষ তীব্র খিদে আর অপুষ্টির শিকার। এই সমীক্ষাটি যৌথভাবে পরিচালনা করছে ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন অব দ্য ইউনাইটেড ন্যাশনস সহ আরও চারটি সংগঠন। খাদ্যের উৎপাদন, বন্টন এবং গ্রহণের ক্ষেত্রে যেমন সংকট তৈরি হয়েছে, তেমনি খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা, জীবন-জীবিকা হারানো, বাইরে কর্মরতদের বাড়িতে টাকা পাঠানোর অক্ষমতার মতো কারণে গরিব পরিবারগুলোতে খাদ্যের জন্য হাহাকার ক্রমেই চরম আকার ধারণ করেছে।

সেরাম অ্যানালিসিস সেন্টার প্রাইভেট লিমিটেড
৯৮৩০১৭৩৯৫০
(০৩৩)২৫৩০৬৫৭২
ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য
MBBS, MD
ফোন নং ঃ৯৮৩০০৬৬৫২৯

ডাক্তারবাবু, শুনছেন!

প্রঃ গ্লুলেন বার সিনড্রোম সম্বন্ধে আলোচনা করলে ভালো হয়।

প্রবীর দাস, বেহালা

উঃ এই অসুখ (Guillain Barre Syndrome) হল একটি নার্ভের অসুখ। অনেকেরই এই অসুখ হয়। ছেলেদের এই অসুখ বেশি হয় মেয়েদের তুলনায়। বড়োদের মধ্যে এটি বেশি দেখা যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কোন ইনফেকশনের কিছু পরে এই অসুখ দেখা দেয়। যেমন, ক্যাম্পাইলোব্যাকটার জেজুনি (Campylobacter Jejuni) সাইটোমেগালোভাইরাস (Cytome galovirus), Epstrin Barr virus, Mycoplasma Penumoniae প্রভৃতি। কিছু টিকা (Vaccine) দেওয়ার পরে যেমন Swine Influenza Vaccine। এই রোগের সম্ভাবনা বাড়তে দেখা গেছে যদি তা খুবই নামমাত্র। এছাড়াও লিম্ফোমা (Lymphoma) SLE, HIV প্রভৃতির সঙ্গে এই অসুখের যোগসূত্র লক্ষ্য করা গেছে।

উপসর্গ ঃ এই অসুখে হাত ও পায়ের জোর কমে যায় (Paralysis)। প্রথমে পায়ে, তারপর হাতের জোর কমে যায়। এইসব হয় খুব তাড়াতাড়ি, কয়েক ঘন্টার মধ্যে বা কিছুদিন ধরে। শুরুর সময় হাতে পায়ে ঝিন ঝিন (Paraesthesia) হতে পারে। অন্যান্য নার্ভও আক্রান্ত হতে পারে। শ্বাসকষ্ট হতে পারে। গলা, ঘাড়, পিঠে ব্যথা হতে পারে। রক্তচাপের তারতম্য, নিম্ন রক্তচাপ, অনিয়মিত হৃদস্পন্দন (Cardiac Dysrhythmias) প্রভৃতি হতে পারে। মাংসপেশীতে ব্যথা হতে পারে।

রোগনির্ণয় (Diagnosis) ঃ রোগের উপসর্গ থেকে এবং রোগীকে পরীক্ষা করে অনেকটাই বোঝা যায়। কিছু পরীক্ষা যেমন, CSF (স্নায়ুরস) পরীক্ষা, electromyography প্রভৃতি, রোগ নির্ণয়ে সাহায্য করে।

চিকিৎসা ঃ চিকিৎসা তাড়তাড়ি শুরু করতে হবে। যত দেরি হবে তত অসুবিধা হবে। স্থিতাবস্থায় পৌঁছলে চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। প্রধান চিকিৎসা হল ঃ ইমিউনোগ্লোবুলিন (High dose Intravenous Imunoglobulin) এবং প্লাজমা ফেরেসিস (Plasma pheresis)। দুটোই সমানভাবে কার্যকরী। সাধারণত ইমিউনোগ্লোবিন দিয়েই চিকিৎসা শুরু করা হয়। এটি সাধারণত পাঁচদিন দেওয়া হয় (Dose-2gm/kg body weight)। এটি বেশ দামী ওষুধ। প্লাসমাফেরেসি সাধারণত পাঁচবার দেওয়া হয়, এক সপ্তাহ ধরে।

এই চিকিৎসা করলে অসুখ তাড়াতাড়ি সারে এবং সমস্যাও কম দেখা দেয়। স্টেরয়েড এই অসুখে কার্যকরী হয় না। যদি কখনো কিছুদিনের মধ্যে পুনরাক্রমণ (Relapse) হয়, আবার ওই চিকিৎসা করতে হয়।

খুব সামান্য প্রকোপ হলে, বা রোগ স্থিতাবস্থায় থাকলে এইসব চিকিৎসা না করলে চলে। বেশির ভাগ রোগীকেই হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। শ্বাসকষ্ট, হৃদস্পন্দনের সমস্যা প্রভৃতি হলে Critical Care Unit (CCU)-এ রাখা ভাল। কখনও বা ভেন্টিলেটর সাপোর্ট লাগতে পারে। চেস্ট ফিজিওথেরাপির দরকার হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রোগী পুরোপুরি সেরে ওঠে। সামান্য কিছু অসুবিধা থেকে যায় এবং আস্তে আস্তে ঠিক হয়। কিন্তু কিছুক্ষেত্রে কিছু সমস্যা থেকে যায়, বিশেষত যদি চিকিৎসা দেরিতে শুরু করা হয়। সুতরাং, দ্রুত চিকিৎসা শুরু করা দরকার।

প্রঃ জলাতঙ্ক রোগ সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। *শ্রাবণ ব্যানার্জি, সল্টলেক*

উঃ হ্যাঁ, এটা নিয়ে আলোচনা হওয়া খুবই দরকার। এখন এই রোগে কিছু মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে।

এই রোগ হয় Rabies virus-এর আক্রমণ থেকে। এই ভাইরাস শরীরে আছে এরকম জীবজন্তু যেমন কুকুর, বিড়াল, শেয়াল, বাদুড় প্রভৃতির কামড় থেকে। উত্তর আমেরিকায় বাদুড়ের কামড় থেকে এই রোগ হয়। খুব কমক্ষেত্রে হওয়ার জন্য ভাইরাস ছড়াতে পারে (Aerosol), যেমন ব্রাজিলে বাদুড় ও দুষিত গুহা। আবার অঙ্গপ্রতিস্থাপনের মাধ্যমেও এই রোগ ছড়ায়।

উপসর্গ ঃ জ্বর, মাথাব্যথা, ভালো না লাগা, বমি, বমি ভাব প্রভৃতি উপসর্গ দিয়ে এই রোগ শুরু হতে পারে। এরপর কামড়ানোর জায়গায় আশেপাশে চুলকানি ব্যথা বা অস্বাভাবিক অনুভূতি হতে পারে।

ENCEPHALITIC RABIES- এটাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে (৮০%) দেখা যায়। এক্ষেত্রে দেখা দেয় জ্বর, দ্বিধাগ্রস্ততা (Confusion), ভুল দেখা (Hallucinations), খিঁচুনি (seizures) প্রভৃতি। মুখ থেকে বেশি লালা পড়া (Hyper Salivation), অনিয়মিত হৃদস্পন্দন প্রভৃতি হতে পারে। এইরোগের বিশেষত্ব হল জলের আতঙ্ক (Hydrophobia) তরল পদার্থ গিলতে গিয়ে বিভিন্ন মাংসেপশীর, মধ্যচ্ছদ্দা, বা শ্বাসযন্ত্রের অন্য পেশি, ল্যারিংক্সস ও ফ্যারিংক্সস -এর পেশির যন্ত্রনাদায়ক সংকোচন এবং হাওয়ার ভয়ে (Aerophobia)। মুখ থেকে ফেনা বের হতে দেখা যায়। (foaming)। পরবর্তী পর্যায়ে কোমা দেখা দিতে পারে। অনিয়মিত হৃদস্পন্দন (CardiseArrythmias) সমস্যা হয়ে দাড়াতে পারে।

সম্পাদকীয়

দায়িত্ব কঠিন, কর্তব্য অসীম

দেশের আনলক পর্ব শুরু হওয়ার পরেই কোভিড-১৯'-এর সংক্রমণ ব্যাপকহারে বেড়েছে। ভরসা ছিল লকডাউন চলাকালীন সংক্রমণ যে হারে নিয়ন্ত্রনে ছিল হয়তো তা ধীরে ধীরে নিম্নমুখী হবে। সেই সম্ভাবনার পরিসংখ্যানকে দুমড়ে মুচড়ে দিয়েছে আমাদের সকলের ত্রাস করোনাভাইরাস। ফের কন্টেনমেন্টের নির্দেশ জারি না করে উপায়ন্তর ছিল না। শুধু আমাদের রাজ্যেই নয়, গোটা দেশ, গোটা দুনিয়ায় অতিমারি প্রবল শক্তিতে আঘাত হানছে। আমাদের দেশের অবস্থাও ভয়াবহ। আক্রান্তের সংখ্যায় আমরা ক্রমশ ওপরের দিকে উঠছি। সকলেই বলছে, বিপদ কাটতে সময় লাগবে। কাজেই রোগ নিয়ন্ত্রণে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা ছাড়া অন্য কোনো গতি নেই। কঠোর লকডাউন তাই অনিবার্য্য হয়ে পড়েছে।

কোভিড-১৯'-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে সরকারের অন্যতম প্রতিপক্ষ হয়ে উঠছে জনগণ। আমোদপ্রিয়, আরামপ্রিয়, নিয়ত কুঁড়ে, কাণ্ডজ্ঞানহীন জনগণ। এই রাজ্যে ফের লকডাউন চালু করার সিদ্ধান্তের পেছনে নাগরিকদের কান্ডজ্ঞানহীনতার বিষয়টি অতি স্পষ্ট। প্রশাসন সেকারণেই ফের লকডাউন চালু করে মানুষকে মনে করাতে চায়, বিপদ এখন কাটে নি। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যখন গোষ্ঠী সংক্রমণ দরজায় কড়া নাড়ছে, তখন বিপদের কথাটা নাগরিকদের আলাদা করে মনে করে দেওয়াটা জরুরি হয়ে পড়ল, এটা গণতন্ত্রের পক্ষে খুবই অশুভ। যে জনগণ বিপদের গুরুত্ব বোঝে না, যাবতীয় বিধিনিষেধ না মেনে বিনা মাস্কে ঘুরে বেড়ায়, চায়ের দোকানে আড্ডা মারে, তারা কি প্রকৃত অর্থে নাগরিক? অনেকে আবার বলছেন, এই রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত মানুষকে নিয়ন্ত্রণে আনা যাবে না, রোগটিও রোধ করা যাবে না। এই কথাটা অবশ্য কিছু মানে রাখে। কারণ প্রতিষেধক হচ্ছে রোগের বর্ম, সেই বর্ম পরা থাকলে দীর্ঘ সময় ধরে যুদ্ধ করা যায়। আবার বিজ্ঞানীরা বলছেন, প্রতিষেধকের জন্য বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। এই সময়টুকুতে আত্মরক্ষার দায়িত্ব স্ব স্ব নাগরিকের। লকডাউন নামক অস্ত্রটি সরকার ইচ্ছে করলেই যখন তখন ব্যবহার করতে পারে না। এতে বিপদের পরিমাণ অনেক বেশি। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় সরকার পক্ষ (কেন্দ্রীয় ও রাজ্য) তা ভাল করেই বুঝতে পারছে। ফলে লকডাউন এবং অতিমারির আক্রমণকে ভোতা করে দিয়ে এই রোগ রোধে নাগরিককেই দায়িত্ব পালন করতে হবে। সমাজের স্বার্থে ও নিজের স্বার্থে তো বটেই।

আনলক প্রক্রিয়ার মধ্যে লকডাউন বিষয়টি বেশ কঠিন এবং এই সিদ্ধান্তটি যথেষ্ট সাহসী। কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় অর্থনৈতিক ক্ষতি ব্যাপক। কোভিড-১৯'-এর সংক্রমণের সংখ্যা, ব্যাপ্তির ওপর নির্ভর করে কনটেনমেন্ট জোন নির্দিষ্ট করে প্রশাসনের ওপর দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়ার মধ্যে থেকেই অনুমান করা যায় সরকার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে আক্রমণ হানতে চাইছেন। এই দফায় লক্ষ স্থির করে চলতে পারলে আমাদের রাজ্য নিশ্চিতভাবে গোটা দেশের কাছে একটা উদাহরণ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

শক্তিহ্রাস

স্বামী বিবেকানন্দ

যদি কতকগুলি পেশী আমাদের ইচ্ছামত সঞ্চালিত হয়, তবে অন্যান্য সমস্ত পেশী ও স্নায়ুগুলিকেও আমি ইচ্ছামত পরিচালন করিতে পারিব না কেন? এখন আমাদের এই সংযমের শক্তি লোপ পাইয়াছে, আর ঐ পেশীগুলি ইচ্ছানুগ না থাকিয়া স্বৈর হইয়া পড়িয়াছে। আমরা ইচ্ছামত কর্ণ সঞ্চালন করিতে পারি না, কিন্তু পশুদের এ শক্তি আছে। আমাদের এই শক্তির পরিচালনা নাই বলিয়াই এই শক্তি নাই। ইহাকেই পুরুষানুক্রমিক শক্তিহ্রাস বলা যায়। আর ইহাও আমাদের অবিদিত নাই যে, যে শক্তি এক্ষণে অব্যক্ত ভাব ধারণ করিয়াছে, তাহাকে আবার ব্যক্তাবস্থায় আনয়ন করা যায়। দৃঢ় অভ্যাসের দ্বারা আমাদের শরীরস্থ অনেকগুলি ক্রিয়া, যাহা এক্ষণে আমাদের ইচ্ছাধীন নহে, তাহাদিগকে পুনরায় আমাদের ইচ্ছায় বশবর্ত্তী করা যাইতে পারে। এইভাবে বিচার করলে দেখিতে পাওয়া যায়, শরীরের প্রত্যেক অংশই যে আমাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন করা যাইতে পারে, ইহা কিছু মাত্র অসম্ভব নহে। যোগী প্রাণায়ামের দ্বারা ইহাতে কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন। তোমরা হয় ত, যোগশাস্ত্রের (ইংরাজী) অনুবাদ-গ্রন্থ-গুলিতে দেখিয়া থাকিবে যে, শ্বাস-গ্রহণের সময় সমুদায় শরীরটাকে প্রাণের দ্বারা পূর্ণ কর, এইরূপ লিখিত রহিয়াছে। ইংরাজী অনুবাদে প্রাণ শব্দের অর্থ করা হইয়াছে, শ্বাস। ইহাকে তোমাদের সহজেই সন্দেহ হইতে পারে যে, শ্বাসের দ্বারা সমুদয় শরীর পূর্ণ করিব কিরূপে? বাস্তবিক ইহা অনুবাদকেরই দোষ।

জীবনানন্দ দাশ — যে আমাকে চিরদিন ভালোবেসেছে
অথচ যার মুখ আমি কোনোদিন দেখিনি,
সেই নারীর মতো
ফাল্গুন আকাশে অন্ধকার নিবিড় হয়ে উঠেছে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — যে অন্ধতা মানুষকে পুণ্যের জন্য জলে স্নান করিতে ছোটায় সেই অন্ধতাই তাকে অজানা মুমূর্ষুর সেবায় নিরস্ত করে।

মাসভাষায়

১ আগস্ট — দ্বারিকানাথ ঠাকুরের প্রয়াণ ১৮৪৬।
পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের অবলুপ্তি ১৯৬৯।

২ আগস্ট — আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জন্ম ১৮৬১।
জার্মানীতে শাসক হিসেবে হিটলারের আবির্ভাব ১৯৩৪।
ব্রিটিশ রাজতন্ত্রে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে দিয়ে ভারত শাসন করার সিদ্ধান্ত ১৮৫৮।

৩ আগস্ট — বম্বেতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন শুরু ১৮৮৫।

৪ আগস্ট — প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু ১৯১৪।
নেলসন ম্যান্ডেলাকে গ্রেপ্তার ১৯৬২।
কবি পি বি শেলীর জন্ম ১৭৯২।

৫ আগস্ট — জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা বিলোপ।
মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসি ১৭৭৫।

৬ আগস্ট — হিরোশিমার ওপর আমেরিকার প্রথম অ্যাটম বোমা বর্ষণ ১৯৪৫।
কবি আলফ্রেড টেনিসনের জন্ম ১৮০৯।
নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরির জন্ম ১৮৯৫।
মাদ্রাজ হাইকোর্টের উদ্বোধন ১৮৬২।
পেনিসিলিন আবিষ্কার করলেন স্যার আলেকজান্ডার ফ্লেমিং ১৮৮১।

৭ আগস্ট — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ১৮৬১।
ব্রিটিশ দ্রব্য বর্জনের ডাক দিল ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ১৯০৫।
ভারতের জাতীয় পতাকা প্রথম ওড়ানো হল কলকাতার পার্সি বাগানে ১৯০৬।
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ১৮৭১।

৮ আগস্ট — বিশ্ব বরিষ্ঠ নাগরিক দিবস।
ওয়াটার গেট কেলেঙ্কারির দায়ে পদত্যাগ করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন ১৯৭৪।
ধ্রুপদী শিল্পী ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯০৯।

৯ আগস্ট — জাপানে নাগাসাকিতে অ্যাটম বোম বর্ষণ ১৯৪৫।
ভারতছাড়ো দিবস ১৯৪২।
মনুমেন্টের নাম বদল করে হল শহীদ মিনার ১৯৬৯।
ইন্দো-সোভিয়েত চুক্তি স্বাক্ষরিত ১৯৭১।

১০ আগস্ট — ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলের নাম পরিবর্তন করে হল ডঃ নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ১৯৫০।
ইউনাইটেড ন্যাশনের কাছে জাপানের আত্মসমর্পণ ১৯৪৫।

১১ আগস্ট — উত্তর ও দক্ষিণ দু'ভাগে বিভক্ত হল ভিয়েতনাম ১৯৫৪।
ক্ষুদিরাম বোসের ফাঁসি ১৯০৮।

১২ আগস্ট — বিশ্ব যুব দিবস।
বিজ্ঞানী বিক্রম সারাভাইয়ের জন্ম ১৯১৯।

১৩ আগস্ট — ফিদেল কাস্ত্রোর জন্ম ১৯২৬।
স্টেইনলেস স্টিলের প্রথম উৎপাদন শুরু হল ইংল্যান্ডে ১৯১৩।
রেন লেনেক আবিষ্কার করলেন স্টেথোস্কোপ ১৮২৬।

১৪ আগস্ট — লিঙ্গ নির্ধারণ পরীক্ষা নিষিদ্ধ করল ভারত সরকার ১৯৯৭।
পাকিস্তানের স্বাধীনতা ১৯৪৭।

১৫ আগস্ট — ভারতের স্বাধীনতা ১৯৪৭।
নেপোলিয়ান বোনাপার্টের জন্ম ১৭৬৯।
মুজিবর রহমানকে হত্যা ১৯৭৫।
ভারতে পিনকোড চালু ১৯৭২।

১৬ আগস্ট — কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য্যের জন্ম ১৯২৬।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গীতাঞ্জলি' প্রকাশিত ১৯১০।

১৭ আগস্ট — শিক্ষাবিদ উইলিয়াম কেরির জন্ম ১৭৬১।

১৮ আগস্ট — রামতনু লাহিড়ির প্রয়াণ ১৮৯৮।
খড়গপুর আই আই টি কলেজের উদ্বোধন ১৯৫১।

১৯ আগস্ট — মহাজাতি সদনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৩৯।
এক টাকার মুদ্রা তৈরি শুরু কলকাতার টাকশালে ১৭৫৭।

২০ আগস্ট — রমেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীর জন্ম ১৮৬৪।
ফুটবলার গোষ্টপালের জন্ম ১৮৯৬।

২১ আগস্ট — নাট্যকার শম্ভু মিত্রের জন্ম ১৯১৫।
বন সংরক্ষণ আইন চালু হল ১৯৭২।

২২ আগস্ট — স্ট্যালিনগ্রাদ ঘিরে ফেলল জার্মান সৈন্যরা ১৯৪২।
গোর্খা হিল কাউন্সিল নিয়ে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হল কলকাতায় ১৯৮৫।
গায়ক দেবব্রত বিশ্বাসের জন্ম ১৯১১।

২৩ আগস্ট — জার্মানদের হাত থেকে রোমানিয়ার স্বাধীনতা প্রাপ্তি ১৯৪৪।
জার্মানি এবং রাশিয়ার মধ্যে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত ১৯৩৯।

২৪ আগস্ট — রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে মিখাইল গর্বাচভের পদত্যাগ ১৯৯১।
ন্যাটো গঠন হল ১৯৪৯।
ইয়াসের আরাফতের জন্ম ১৯২৯।

২৫ আগস্ট — ভিয়েতনামের স্বাধীনতার অন্যতম নেতা গিয়াপের জন্ম ১৯১১।

২৬ আগস্ট — কলকাতার রেডিও সেন্টার চালু ১৯২৭।
অভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯২৯।

২৭ আগস্ট — যুগোশ্লাভিয়ায় মাদার টেরেজার জন্ম ১৯১০।
আমস্টারডামে অনুষ্ঠিত হল বিশ্ব যুদ্ধ বিরোধী কংগ্রেস ১৯৩২।

২৮ আগস্ট — স্বর্ণকমল দেবীর জন্ম ১৮৫৫।
লিও টলস্টয়ের জন্ম ১৮২৮।

২৯ আগস্ট — বিশ্ব ক্রীড়া দিবস।
বি আর আম্বেদকরের নেতৃত্বে খসড়া সংবিধান রচনা করার কমিটি তৈরি হল ১৯৪৭।
বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রয়ান ১৯৭৬।

৩০ আগস্ট — বিপ্লবী কানাইলাল দত্তের জন্ম ১৮৮৮।

৩১ আগস্ট — পুলিশি আক্রমণে নিহত ৮১ জন খাদ্য আন্দোলনের সাথী।

পৃষ্ঠা-৪

সময় মেপে আবিষ্কার করা আদৌ সম্ভব ?

শরদিন্দু চ্যাটার্জি

করোনা, অতিমারি, সামাজিক দূরত্ব, মাস্ক, স্যানিটাইজেশন-এসব কথাগুলোই এখন বিশ্ব জুড়ে সকলের মুখে। প্রায় চারমাস ধরে বন্দিদশার মধ্যে যখন জীবন চলছে মন্থর গতিতে তখনই দেশের জাতীয় চিকিৎসা গবেষণা কেন্দ্র (ICMR) প্রায় আচমকা ঘোষণা করল, করোনার প্রতিষেধক টিকা দেশের স্বাধীনতা দিবসে অর্থাৎ ১৫ আগস্ট আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করা হবে। এ তো সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জুতা আবিষ্কার' -এর মতো। রবি ঠাকুরের অতীতের লেখা সেই কবিতাটা আজ একেবারে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। 'টিকা আবিষ্কার' আর 'জুতা আবিষ্কার' সমার্থক। দেশের স্বাধীনতা দিবসকেই কেন টিকা আবিষ্কারের মাইল ফলক হিসেবে ধরা হচ্ছে, তার কোনও সদুত্তর মেলেনি। হতেও পারে খুব সাবধানে করোনার টিকা আবিষ্কারের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং স্বাধীনতা দিবসে আবিষ্কারের ঘোষণা করলে দেশবাসীর মনে একটা শান্তি বিরাজ করবে। আশ্বস্ত হবে তামাম মানুষ। কিন্তু এত তড়িঘড়ি করে টিকা আবিষ্কারের ঘোষণায় মানুষের মনে স্বস্তির চেয়ে আশঙ্কার মেঘ জমেছে অনেক। সাধারণ মানুষের কথা বাদ দিয়ে বলা যায়, 'হু'-র মুখ্য বিজ্ঞানী সৌম্যা স্বামীনাথন, এইমস-এর কর্তা রানদীপ গুলারিয়া, ইন্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সের-এর সভাপতি প্রত্যেকেই আই সি এম আর-এর এই ঘোষণা নিয়ে বিশেষ করে সময়সীমা নিয়ে যথেষ্ট আশঙ্কার কথা জানিয়েছেন। এতো কম সময়ে যথেষ্ট পরীক্ষা নিরীক্ষা ছাড়াই মানুষের শরীরে করোনার টিকা প্রয়োগ। জীবন ও জীবিকার যুদ্ধে ব্যস্ত মানুষের মনে এখন নতুন করে করোনা টিকার ভয় ঢুকতে পারে। দেশের অন্যতম চিকিৎসা গবেষণা সংস্থার ভূমিকা ও উদ্যোগ নিয়ে এখন সর্বত্র চেঁচামেচি চলছে। এটা অনভিপ্রেত। এই

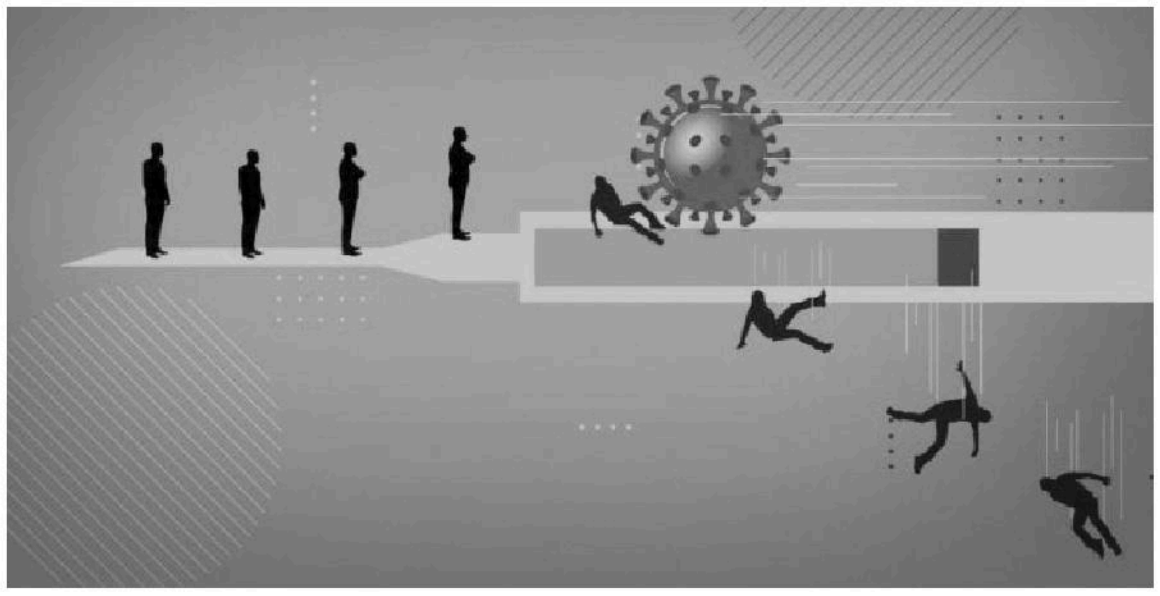

বির্তকের অভিমুখটা এখন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে। টিকা আবিষ্কার নয়, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও গবেষণার মূল ধারণার ওপর আঘাত নেমে এসেছে। এই অবস্থায় খুব নীরবে টিকা আবিষ্কার নিয়ে দেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী কয়েক পা পেছনে চলে গিয়েছেন।

ভাইরাস প্রতিরোধের টিকা আবিষ্কার এই প্রথম হচ্ছে, বিষয়টা এরকম নয়। করোনার টিকা আবিষ্কারের জন্য পৃথিবীর অনেক দেশেই বিজ্ঞানীরা প্রাণপন চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। মানবদেহে প্রয়োগের আগে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রতিষেধকের গুনমান এবং তার ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাবের হদিশ পাওয়া সম্ভব। বহু দেশই প্রথম পর্যায় অতিক্রম করে দ্বিতীয় পর্যায়ে পা দিয়েছে। এই পর্যায়ে প্রতিষেধকের মাত্রার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। প্রতিরোধ ক্ষমতা যাচাই করা হয়, পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ও উপসর্গ দেখা হয়। এই জাতীয় পরীক্ষার ফল এখনও পর্যন্ত কোনও দেশই ঘোষণা করেনি। এরপরে রয়েছে তৃতীয় পর্যায়। এই পর্যায়ে টিকার ক্ষমতা নির্ধারণ করা হয়। অর্থাৎ এটি মানুষকে করোনাভাইরাস থেকে কতটা বিপদ মুক্ত করছে তা দেখা হয়। আই সি এম আর এই গবেষণা মাত্র পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে শেষ করে দেশের বাজারে টিকা আনার কথা ঘোষণা করে দিয়েছে। টিকা নির্মাণকারী সংস্থা 'ভারত বায়োটেক' জানিয়েছে টিকা বাজারে আসতে ন্যূনতম ১৫ মাস সময়ের প্রয়োজন। ১৫ মাস যদি ৫ সপ্তাহে নেমে আসে তবে জনমানসে উৎকণ্ঠা হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। বিজ্ঞানীদের চাপে ফেলা যায়, কিন্তু বিজ্ঞানের স্বাভাবিক গতিটাকে স্তব্ধ করা যায় না। এই ধরনের চাপের নজির বিরলতম।

এর ফলে দেশে গবেষণার মান নিম্নমুখী হতে বাধ্য। বিজ্ঞানের আবিষ্কার সততই যুক্তি নির্ভরতার পথে চলে, কল্পনার পথে নয়। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল বের হওয়ার দিন ঘোষণার মতো কাজ নয় এটা। আবার পাঁজি-পুথি দেখেও দিন ঘোষণা করার কাজ নয় এটি।

এই টিকা আবিষ্কারের জন্য অতি তৎপরতার পেছনে দেশের সামাজিক চাহিদার থেকেও রাজনৈতিক চাহিদা বেশি কাজ করছে। সম্প্রতি দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রক একটি প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেছে। যার পোষাকি নাম 'SATYAM' অর্থাৎ Science and Technology of Yoga and Meditation। এখন টিকায় কাজ হবে। না 'ধ্যান-জ্ঞান'-এ কাজ হবে—তা নিয়ে সাধারণ মানুষ দো-টানায় পড়েছেন। গোবর, গো-মূত্রের কথা ছেড়েই দিলাম। দেশজুড়ে করোনা প্রতিরোধ নিয়ে এখন একটা 'জগা-খিচুড়ি' চলছে। একবার নোট বাতিলের পর সাধারণ মানুষের জীবনে নেমে এসেছিল অন্ধকার। এখন আবার টিকা আবিষ্কারের ঘোষণার পর আরেকটা দুর্ঘটনা না ঘটে। সাফল্যের পথে অনেক ওঠা-নামা রয়েছে। এর কোন শট কার্ট নেই। টিকা আবিষ্কারের পথটাও একই। দীর্ঘ লকডাউনের ফলে মানুষের জীবন অতীষ্ঠ হয়ে উঠেছে, এরপর 'জুতা আবিষ্কার'-এর মতো 'টিকা আবিষ্কার' হলে মানুষের দুর্দশার অন্ত থাকবে না।

ভারতের মানুষের কাজের সুযোগ ও আয় বাড়ানোই জরুরী

কিশোরকুমার বিশ্বাস

এটা ভাবা ঠিক হবে না যে দেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধি এভাবে নেমে আসা কেবল কোভিড ১৯-এর কারণেই। মহামারীর প্রকোপ তো সর্বাধিক। কিন্তু দেশের আর্থিক বৃদ্ধির হার গত দু'বছর ধরেই নিম্নগামী। এর মূল কারণ ছিল মানুষের হাতে কাজের সুযোগ কমছিল, কমছিল আয় বৃদ্ধির হার। এতে সবচেয়ে খারাপ হচ্ছিল গ্রামের মানুষের। গ্রামাঞ্চলে মানুষের প্রকৃত আয় বৃদ্ধির হার কেবল কম ছিল তাই নয়, অনেকক্ষেত্রে ঋনাত্মক স্তরেই ছিল। এইজন্য গত অর্থ বর্ষে দেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধি ৫%-এ নেমেছিল। এবং শেষ ত্রৈমাসিকে অর্থাৎ গত ২০১৯-২০২০-র জানুয়ারি-মার্চ মাসের জাতীয় আয়বৃদ্ধির হার ৪ শতাংশে নেমে আসে। অনেক অর্থনীতিবিদ্‌দের মতে পুরনো পদ্ধতিতে হিসেব কষলে তা দাঁড়াবে ১.৫%এ।

মূল সমস্যা কোথায়?

দেশের মোট আয়কে আমরা দেখতে পারি এইভাবে। মোট ভোগ ব্যয়, মোট বিনিয়োগ ব্যয়, মোট আমদানী-রপ্তানি এবং মোট সরকারি খরচের সমষ্টি হিসাবে। তাই যদি ভোগ ব্যয় বা বিনিয়োগের পরিমাণ বা অন্য কোন ক্ষেত্রে পরিমাণ কমে তবে জাতীয় আয় কমতে থাকে। ভারতে বিনিয়োগের বৃদ্ধির পরিমাণ আগের থেকেই কমে যাচ্ছিল। ব্যাঙ্কের ঋণ দেওয়ার পরিমাণ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যেখানে এর বৃদ্ধির হার ১৪-১৮% ছিল গত কয়েক বছর আগে তা গতবছরে নেমে এসেছিল ৭-৮% এ। এছাড়া ভোগ ব্যয় বৃদ্ধির হারও কমে আসছিল কারণ মানুষের আয়বৃদ্ধি, ভালভাবে হচ্ছিল না। অর্থব্যবস্থা চালু রাখার প্রথম শর্তই হল বিভিন্ন ক্ষেত্রে খরচ যথাযথ হওয়া। গত অর্থবর্ষ থেকেই সর্বক্ষেত্রে খরচের পরিমাণ কমে যাচ্ছিল, কেবল ব্যতিক্রম ছিল সরকারি খরচ।

বর্তমান পরিস্থিতি এবং সরকারের কী করণীয়?

প্রথমতঃ সাধারণ মানুষের হাতে কাজ দিতে হবে। সকলেই জানেন এই লকডাউনের জন্য কোটি কোটি মানুষ কাজ হারিয়েছেন। অনেক বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত মানুষের বেতন কাটা হয়েছে। তাই '১০০ দিনের কাজ'-এর মত সাধারণ কাজের সুযোগ তৈরি করা। সরকার অবশ্য এই খাতে ব্যয় বরাদ্দ বাড়িয়েছে। তবে এখনও এই ক্ষেত্রে গতি আসে নি। অনেক অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন মানুষের হাতে কাজ দিতে না পারলে প্রয়োজনে তাদের মাসে মাসে নগদ টাকা দিয়ে বাজারে চাহিদার পরিমাণ বাড়াতে হবে। চাহিদা বাড়লে তার ফলে উৎপাদন বাড়বে। এরজন্য মানুষের কাজের সুযোগ তৈরি হবে। এইভাবে কিছুদিন চললে দেশের অর্থব্যবস্থার চাকা ঘুরতে থাকবে। দ্বিতীয়ত, যত দূর সম্ভব ব্যয় না কমানোর দিকে নজর দেওয়া দরকার। বিশেষত সেই ক্ষেত্রে এটা বিশেষ জরুরী যেখানে কর্মসংস্থান বেশি। সরকার নজর দিচ্ছে উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে। গত মে মাসে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন যেভাবে আর্থিক মন্দা কাটানোর জন্য প্যাকেজ ঘোষণা করলেন তাতে বহু মানুষ অবাক হয়ে গেছেন। প্রধানমন্ত্রীর ২০ লক্ষ কোটি টাকার বাড়তি প্যাকেজ দেখে সকলেই মনে করলেন যে, এটা একটা মজার কথাই ছিল। অর্থনীতিবিদদের অনেকেই বললেন, নতুন প্যাকেজ আসলে বড় জোর ২ লক্ষ কোটি টাকা। কারণ ঘোষণার অনেক কিছুই গত আর্থিক বাজেটে ঘোষিত হয়েইছিল। আসলে যোগান বৃদ্ধি করলেই দেশের আর্থিক হাল ফিরবে না, যদি না বাজারে চাহিদার পরিমাণ ঠিক থাকে। তাই সরকারের উচিত মানুষের হাতে টাকার যোগান বাড়িয়ে বা কাজ সৃষ্টি করে দেশের বাজারে চাহিদা বাড়ানো। তা না হলে উৎপাদন বাড়াবে না কোন কারখানার মালিক।

কোথা থেকে খরচ আসবে?

এটা নতুন কথা নয়, প্রায় ৯০ বছর ধরে আমাদের এই পদ্ধতি জানা আছে জন মেনার্ড কেইন্সের লেখা থেকে। (ক) সরকার টাকার যোগান বাড়াতে পারে নিজস্ব বন্ড বাজারে বিক্রি করে। (খ) সরকার প্রয়োজনে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত বিদেশি মুদ্রার একটা অংশকে কাজে লাগাতে পারে। বর্তমানে ৫০০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি বিদেশি মুদ্রা জমা রয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে। (গ) সরকার প্রয়োজনে টাকা ছাপিয়ে মানুষের হাতে তুলে দিতে পারে চাহিদা সৃষ্টির জন্য।

এতে মুদ্রাস্ফীতি বাড়বে না?

কারণ বর্তমানে উৎপাদন ব্যবস্থার অনেক অংশ প্রায় ৪০-৪৫%, অব্যবহৃত হয়ে পড়ে আছে। তাই যদি চাহিদা বাড়ানো যায় তবে কোন অসুবিধা হবে না। মুদ্রাস্ফীতি বাড়বে না। যখন চাহিদা বেশি কিন্তু যোগান তুলনায় কম তখনই মুদ্রাস্ফীতি বাড়ে।

পৃষ্ঠা-৫

অতি জটিল করোনাভাইরাসের চরিত্র

পারিজাত বোস

বিজ্ঞানীরা আগে থেকেই ধারণা করেছিলেন ফ্লু ভাইরাস শেষ পর্যন্ত মহামারির কারণ হতে পারে। গবেষণাও সেদিকেই লক্ষ্য রেখে চলছিল। হঠাৎ করে করোনার আক্রমণ। নিজস্ব শক্তি হারিয়ে করোনাভাইরাস যদি শেষ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে ঘর করা শুরু করে, তাহলে সেটা এইচওয়ানএনওয়ানের মত আনুষ্ঠানিক আক্রমণে রত থাকবে। ততদিনে ভ্যাকসিনও বাজার দখল করে নেবে। একটা কথা সত্যি, গুজব ভাইরাসের থেকেও দ্রুত সংক্রমিত হয়।

করোনাভাইরাসের গতি প্রকৃতি দেখে মনে হচ্ছে এটা বিদায় নিতে বেশ কয়েকবছর সময় নেবে। অবশ্য এর আক্রমণের রকমভেদ থাকবে। কারণ এ্যান্টিবডির স্থায়িত্বের ওপর নির্ভর করবে সত্যিকারের ইমিউনিটি। এখন থেকে অন্তত দু'বছর শারীরিক দুরত্বটা বজায় রাখতেই হবে। চিনেও দু'প্রকারের করোনা সংক্রমণ হয়েছে। একটি নতুন এল টাইপ এবং আরেকটি এস টাইপ। প্রথমটি নতুন দ্বিতীয়টি পুরনো। এর পরেই প্রতিমাসে দু'বার করে পরিবর্তিত হয়ে গোটা বিশ্বকে আক্রান্ত করেছে। ভাইরাস জীব না জড়পদার্থ-এটা নিয়ে ধাঁধা আছে। স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকা এক ধরনের কোষ থেকেই ভাইরাস ও ব্যাক টেরিয়ার জন্ম হয়। বিভিন্ন গবেষণা থেকে জানা গেছে প্রায় দেড়শো কোটি বছর আগে প্রাণীকোষে প্রবেশ করার জন্য নিজেদেরকে সাজিয়ে গুছিয়ে নেয় ভাইরাস। করোনা পরিবারে সার্স ও মার্সের সংক্রমিত পদ্ধতি আগে থেকেই বোঝা গিয়েছিল। ফলে আটকে রাখাও সম্ভব হয়েছিল। এখন নতুন করোনোভাইরাসের সংক্রমনের চরিত্র রহস্যাবৃত।

২০০২ সালের সার্স করোনা ভাইরাস চিনের হুবেই থেকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে এবং ৮ হাজার মানুষ আক্রান্ত করেছিল। মৃত্যু হয়েছিল সাতশো সত্তর জনের। মার্স ২০১২ সালে সৌদি আরব থেকে ছড়িয়ে যায়। এই ভাইরাসে মৃত্যুর হার ছিল ৩৪ শতাংশ। নোভেল করোনাভাইরাসে আক্রান্ত প্রথম রোগির খোঁজ পাওয়া যায় গত

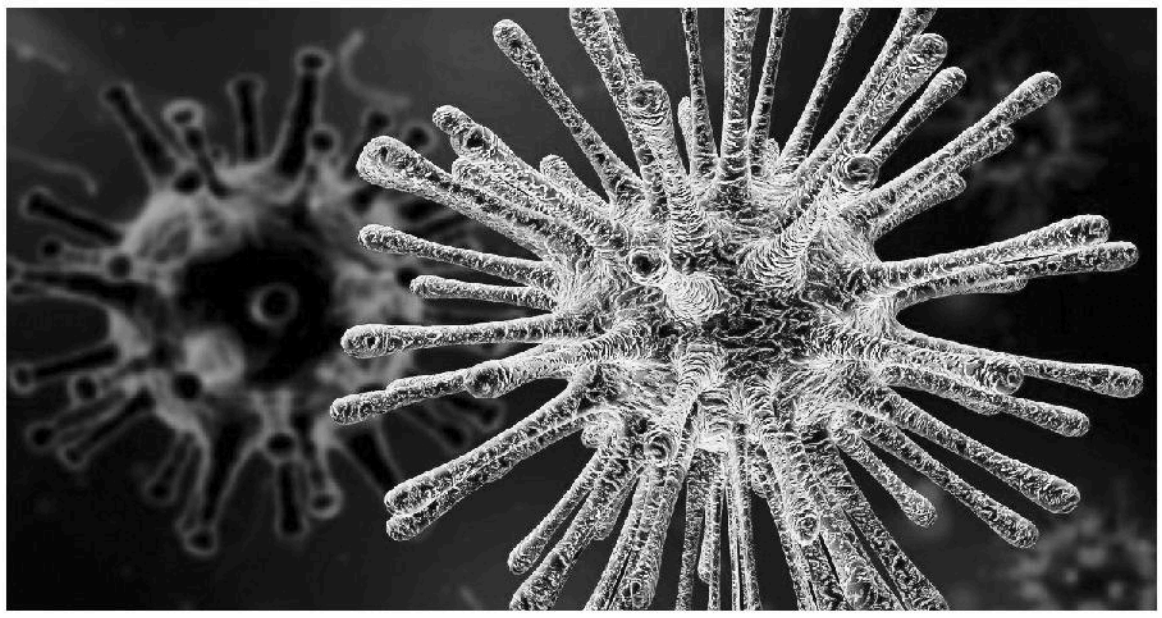

ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে। উহানের এক মাছের বাজারের ব্যবসায়ীর দেহে প্রথম এই ভাইরাসের উপসর্গ দেখা দিয়েছিল। যেসব ভাইরাসের চরিত্র দ্রুত পরিবর্তন হয় তার ভ্যাকসিন তৈরি করা ভীষণ কষ্টকর। ইনফ্লুয়েঞ্জা এ ও বি-র ভ্যাকসিন প্রতিবছর পরিবর্তন করতে হয়, গুটিবসন্তের ভ্যাকসিন ৩-৫ বছর কার্যকরী থাকে। সবচেয়ে কঠিন ছিল ভাইরাস ই বসন্ত। প্রথমে ইন্টারফেরনের পরিচিতি ছিল ভি আই এফ নামে। অন্যদিকে, করোনাও বসে নেই-সেও ইন্টারফেরন থেকে বাঁচার উপায় খুঁজছে নিজেদের মধ্যে থেকে কিছু প্রোটিন তৈরি করে। এত দ্রুত ভাইরাস চরিত্র বদল করায় ইন্টারফেরনও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ওদের সঙ্গে পাল্লা দিতে। বেশির ভাগ ভাইরাসের আতুড় ঘর হচ্ছে বাদুড়। বাদুড়ের দেহে ভাইরাস বোলার ভ্যাকসিন তৈরি করা। এখন দেখা যাচ্ছে, ইবোলার থেকেও কয়েক কাঠি উপরে করোনাভাইরাস। এই কারণেই করোনাভাইরাসের মিউটেশন বুঝতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে। পঞ্চাশের দশকে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছিলেন ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকানোর জন্য আমাদের অস্ত্র হতে পারে ইন্টারফেরন। এই ইন্টারফেরন বিষয়ে গবেষণার সূত্রপাত হয়েছে আর একটা ভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে গিয়ে। সেটা হল স্মল পক্স বা গুটি প্রবেশ করার সাথে সাথেই ইন্টারফেরন ঝড় তোলে। এই ইন্টারফেরনের অন্যতম কাজ হচ্ছে দেহের মধ্যে প্রতিরোধীক্ষমতা যুক্ত কোষগুলোকে ভাইরাসের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া। যখন এই যুদ্ধে ভাইরাস হারার পর্যায়ে চলে আসে তখন তারা প্রাণ বাঁচাতে লুকোতে থাকে। যখন ঝড় থেমে যায়, আবার আক্রমণ শুরু করে। পালাবার সময় ভাইরাস উট, ইঁদুর, শুয়োর, সাপের দেহে ছড়িয়ে পড়ে। আর শেষ পর্যন্ত একলাফে ঢুকে যায় মানুষের দেহে। এটাকেই বলে জুনেটিক ট্রান্সফার। ভাইরাসের এই সংক্রমণরোধে সমাজ তিনটি পর্যায়ে ব্যুহ রচনা করে। সেগুলি হল জনস্বাস্থ্য নীতি, রোগ রোধে ওষুধের সন্ধান এবং সংক্রমণ রোধে ভ্যাকসিন। জনস্বাস্থ্য নীতির প্রথম লক্ষ্যই হচ্ছে সংক্রমণকে ছোটো জায়গার মধ্যে ধরে রাখা আর তার শৃঙ্খল ভেঙ্গে দেওয়া। অতীতের এইচওয়ানএনওয়ান ভাইরাস শক্তি হারিয়ে একেবারে নিরীহের মতো আমাদের চারপাশেই রয়েছে। ইনফ্লুয়েঞ্জাও তাই। এবার করোনা ভাইরাসের কি হাল হয়, দেখা যাক।

সমষ্টির অর্থ নতুন করে শিখিয়ে দিচ্ছে কোভিড-১৯। ইতিহাস বলছে, সংক্রামক মহামারি নতুন কোনও বিষয় নয়। রোগ ব্যাধিজনিত সামাজিক, শারীরিক ও মানসিক দুরত্ব এই শতাব্দীতে প্রথম ঘটল, তাও নয়। সমাজের চারদিকে তাকালে কোভিড রোগী এবং তাদের পরিবার অথবা চিকিৎসক স্বাস্থ্যকর্মী এবং প্রশাসনের বিরুদ্ধে একটা অস্বস্তির প্রকাশ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এটা সার্বিক চিত্র নয়। সামগ্রিক সত্যও নয়। সঙ্কটকালে সেই অতীতের ধারা আবার ফিরে এসেছে। তখন ছিল 'কমিউনিটাস' বা 'কমিউনিটি' অর্থাৎ সমষ্টির প্রচেষ্টা।

২০১৯-এর ডিসেম্বরে করোনা ভাইরাসের খবর জনসমক্ষে দিতে চেয়েছিলেন উহানের চোখের ডাক্তার হুইসেল ব্লোয়ার লি। থানায় ডেকে তাকে চমকে দেওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত লি করোনায় আক্রান্ত হন এবং মারাও যান। মারা যাওয়ার আগে তিনি বলে যেতে চেষ্টা করেছিলেন, মানুষে মানুষে সংক্রমিত হয় এই ভাইরাস। এটা সর্বসমক্ষে জানাতে হবে। আজ হুবেই থেকে বারাসতে এসে পড়েছে অতিমারি। সংক্রমণের কারণ ও ধরণ নিয়ে বিজ্ঞানীরা দ্বন্দ্বে। হাঁচি-কাঁশি, বাতাসে, মানুষের নিঃশ্বাসে এই ভাইরাস এখন ঘুড়ে বেড়াচ্ছে। সেকারণে খুব শক্ত করে জনস্বাস্থ্যবিধি তৈরি করে সংক্রমণের শৃঙ্খল ভেঙ্গে দিতে হবে। একাজ মানুষই পারে।

কবিতা

লকডাউন

অনির্বাণ কর

ওষুধ আর নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের কিছু দোকান ছাড়া
সব দোকানই বন্ধ,
খোলা আছে যেগুলো, তাদেরও সময় কম।
লঞ্চ, ট্রেন, প্লেন, বন্ধ,
গাড়িঘোড়াও নেই দু'একঘন্টা অন্তর সরকারি বাস ছাড়া
তাও সবার জন্য নয়।
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সব ছুটি, আদালতও তাই,
জরুরি পরিষেবা বাদে অফিস চলছে বাড়ির থেকে।
লোক-লৌকিকতা নেই, আড্ডাইয়ার্কিও—
মানুষ গৃহবন্দি
রেস্তরাঁ, পার্ক, শপিংমল, রাস্তা জনশূন্য
এদিক-সেদিক চলছে কেউ জীবনের প্রয়োজনে
আর ছুটছে কিছু গাড়ি
কোনো পথচারীর দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না
কেউ হাত দেখালেও না, পাছে তাকে তুলতে হয়, ভয়!
কোনো শাসক বা বিরোধীর রক্তচক্ষুকে নয়,
এক ভাইরাসকে—নোভেল করোনাভাইরাসকে, বিশ্ব যার তালুবন্দি
আর তাকে আটকাতে পৃথিবী মরিয়া সব বিবাদ ভুলে
এ যেন এক অসম যুদ্ধ—মানুষ বনাম ভাইরাসে।
একদিকে আক্রান্ত কমলে আর একদিকে বাড়ে
একদিকে মৃত্যু আটকালে আর একদিকে মাত্রা ছাড়ে।

কেউ জানো না পুরোপুরি সারবে কবে রোগ,
আমাদের আরো কত সহ্য করতে হবে শোক।
কেউ জানে না খুলবে কবে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান,
অফিস, আদালত, দোকান, জনশূন্য স্থান।
জানে না কেউ আগের মতো রাস্তায় কবে চলবে যানবাহন,
আমরা কবে ফিরে পাব সুস্থ জনজীবন।
যা-ই হোক, এই ভাইরাস থেকে ঠেকাবো নিজেকে
করোনাভাইরাসকে মুছে দেব পৃথিবী থেকে।

বিশ্বাস

সঞ্জয় গোস্বামী

তোমাকে বিশ্বাস করেছি,
তোমাকে বিশ্বাসে কোন সন্দেহ ছিল না
মা যেমন ছেলেকে বিশ্বাস করে
শিশু যেমন মাকে বিশ্বাস করে
স্বামী যেমন স্ত্রীকে বিশ্বাস করে
রোগী যেমন ডাক্তারকে বিশ্বাস করে
ছাত্রী যেমন শিক্ষককে বিশ্বাস করে
সঞ্চয়কারী যেমন ব্যাঙ্ককে বিশ্বাস করে
আমিও নিঃসন্দেহে তোমাকে বিশ্বাস
করেছিলাম।
তুমিই আমাকে ডেকেছিলে খোলা মাঠে
উপরে বিস্তীর্ণ নীল আকাশ চাঁদোয়া,
অজস্র ঝিকিমিকি তারাদের সাক্ষী করে
বলে ছিলে বিশ্বাস করে মনের কথা
অসংখ্য প্রশ্নে জেনে ছিলে
আমার সঞ্চিত ব্যাথা বেদনার ইতিকথা
বিশ্বাস করেছিলাম, কোন সন্দেহ ছিল না।
বিশ্বাস করে ব্যয় করেছি অমূল্য সময়
খরচ করেছি ঘামঝরানো উপার্জন জলের মত
বিশ্বাস করেই সব সন্দেহের অবসান ঘটিয়ে
ডাক পিয়নের কাছে পেয়েছি সুদৃশ্য কার্ড
তোমার বিয়ের নিমন্ত্রণ।

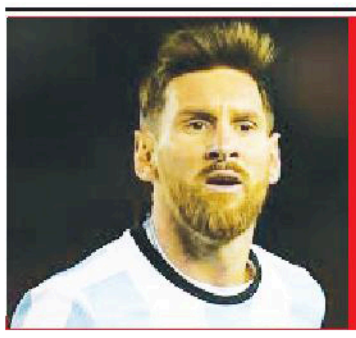

স্টেডিয়াম

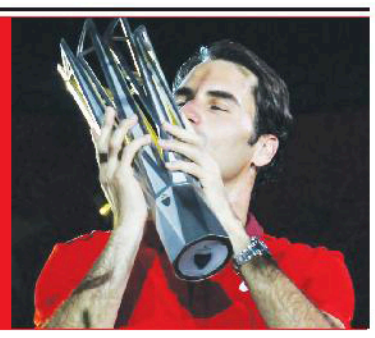

বিশ্বকাপ ফুটবল শুরু ২১ নভেম্বর

দোহার আল বায়াত স্টেডিয়াম

দোহা-২০১৮ সালে ফ্রান্স বিশ্বকাপ জিতেছিল। ঠিক দু'বছরের মাথায় ঘোষণা করা হল ২০২২ কাতার বিশ্বকাপের সময়সূচী। এবার ২১ নভেম্বর। করোনাভাইরাসের দাপটে যখন একের পর এক প্রতিযোগিতা বাতিল হচ্ছে, তখন বিশ্বকাপ নিয়ে এবার ফুটবলপ্রেমীদের স্বপ্ন দেখা শুরু হল। খেলার সময়কাল অনেক কমিয়ে আনা হয়েছে। গ্রুপ পর্বে রোজ চারটে করে ম্যাচ হবে। মোট ১২ দিন চলবে গ্রুপের ম্যাচ। ৩ ডিসেম্বর থেকে ৬ ডিসেম্বর প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল। ৯ ও ১০ ডিসেম্বর কোয়ার্টার ফাইনাল। ১৩ ও ১৪ ডিসেম্বর দুটি সেমি ফাইনাল। ১৭ ডিসেম্বর তৃতীয় স্থানের খেলা। ফাইনাল হবে ১৮ ডিসেম্বর। উদ্বোধন হবে দোহার আল বায়াত স্টেডিয়ামে। ফাইনাল হবে লুসাইল স্টেডিয়ামে। ৮টি স্টেডিয়াম রাজধানী দোহা এবং পাশাপাশি জায়গায় রয়েছে। একইদিনে দুটি খেলা দেখার সুযোগ থাকছে সমর্থকদের। ভারতীয় সময় দুপুর ৩-৩০, সন্ধ্যা ৬-৩০ রাত ৯-৩০ এবং ১২-৩০ টায় খেলাগুলো হবে। বিশ্বকাপের টিকিট বিক্রি শুরু হবে এবছরের শেষের দিকে।

লা লিগা খেতাব রিয়ালের

লা লিগা জেতার পরে কোচ জিদানকে শূন্যে ছুড়ে প্রথাগত উচ্ছ্বাস খেলোয়াড়দের

মাদ্রিদ-জিদানের ভেলকিতে মাৎ রিয়াল মাদ্রিদ। আঁধার নেমে এল বার্সোলোনায়। গত বছর কোচের দায়িত্ব নেওয়ার সময় তীব্র সমস্যার মধ্যে দিয়ে চলছিল রিয়াল মাদ্রিদ। কয়েক মাসের মধ্যে দু'জন কোচকে সরে যেতে হয়েছে। রোনাল্ডো চলে গিয়েছেন জুভেন্টাসে। জিদান দায়িত্ব নেওয়ার পর কেউ ভাবেন নি রাতারাতি ভোল বদলে যাবে। কিন্তু তিনি প্রমাণ করলেন তারকা ছাড়াও লিগ জেতা যায়। তার নাম জিনেদিন জিদান। জিদানের ছকে খেলে ৩৪ তম লিগ খেতাব জিতল রিয়াল। ১৭ জুলাই রাতে ভিয়ারিয়ালকে হারাল ২-১। টানা ১০টি ম্যাচে জয়। বেনজিমার জোড়া গোলে জেতে রিয়াল। ঘরের মাঠে অপরাজিত। ১৬০ মিলিয়ন ইউরো মূল্যের আঁতোয়া গ্রিজম্যান যখন বার্সোলোনার রিজার্ভ বেঞ্চে জায়গা পান না, তখন জাতীয় দল থেকে বিতাড়িত বেনজিমা দলকে লিগ জেতালেন। জেতার জন্য পুরো শহর জুড়েই সমর্থরা আনন্দ করলেন। মাঠে দর্শকরা যেতে পারেন নি লকডাউনের জন্য।

আম্পায়ার আক্রান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি-করোনায় আক্রান্ত সি এ বি আম্পায়ার এলভিস জ্যাকসন। তাঁর স্ত্রীও কোভিডের শিকার। দু'জনকেই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দু'জনের অবস্থা স্থিতিশীল।

বাদ জোফ্রা

ম্যাঞ্চেস্টার-২৭ বছর জেলের ছোট্ট ঘুপরিতে ছিলেন নেলসন ম্যান্ডেলা আর ইংল্যান্ড ক্রিকেট দলের জোরে বোলার জোফ্রা আর্চার সামান্যতম ত্যাগ স্বীকার করতে পারে না। এই মন্তব্য করেছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের কিংবদন্তী বোলার মাইকেল হোল্ডিং। এই করোনা আবহের মধ্যে নিয়ম ভেঙ্গে গাড়ি চালিয়ে চলে গিয়েছিলেন বান্ধবী ড্রুয়ানা বাটলারের সঙ্গে দেখা করতে। তারই খেসারত দিতে হল জোফ্রাকে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে দল থেকে বাদ পড়লেন তিনি। দোষ স্বীকার করে ক্ষমা চেয়েছেন জোফ্রা। প্রথম টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজ জেতে। তৃতীয় টেস্টের আগে জোফ্রার দু'বার করোনা পরীক্ষা হবে। দুবারই পরীক্ষার ফল নেগেটিভ হতে হবে। এরপর তাঁকে দলে নেওয়া হবে কি না সেটা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে সংশ্লিষ্ট নির্বাচকরা।

বান্ধবীর সঙ্গে জোফ্রা

ইস্টবেঙ্গলে রেস্তোরাঁ

নিজস্ব প্রতিনিধি-বাণিজ্যিকীকরণের অংশ হিসেবে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে পানশালা ও আধুনিক রেস্তোরাঁ খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ক্লাব কর্তারা। এছাড়া ক্লাবের শতবর্ষে স্মারক সংগ্রহশালার উদ্বোধনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে জানান, ক্লাব সচিব কল্যাণ মজুমদার।

মোহনবাগান রত্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি-এবারের মোহন বাগান রত্ন সম্মান পাচ্ছেন কিংবদন্তি এবং অলিম্পিকে সোনাজয়ী হকি খেলোয়াড় গুরুবক্স সিং এবং মোহনবাগানের অন্যতম সফল ক্রিকেটার ও কোচ পলাশ নন্দী। জীবনকৃতি সম্মান পাচ্ছেন প্রাক্তন ফুটবলার প্রনব গাঙ্গুলি, অ্যাথলিট মনোরঞ্জন পোড়েল এবং বিশ্বকাপ জয়ী ভারতীয় হকি দলের সদস্য অশোক কুমার। সেরা সিনিয়র ফুটবলার আই লিগ জয়ী দলের জোসেপ বেইতিয়া এবং সেরা যুব ফুটবলার অনূর্ধ্ব ১৮ দলের সজল বাগ। ক্লাব সচিব সৃঞ্জয় বসু জানিয়েছেন, লকডাউনের জন্য এবার কোন অনুষ্ঠান হচ্ছে না।

চ্যাম্পিয়ন লিভারপুল

অ্যানফিল্ড-ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে চ্যাম্পিয়ন হল লিভারপুল। ৩০ বছর পর ঘরের মাঠে ২২ জুলাই চেলসির বিরুদ্ধে ৫-৩ গোলে জিতেছে লিভারপুল. সমস্ত বিধিনিষেধ অমান্য করে প্রায় তিন হাজার সমর্থক অ্যানফিল্ডে জমা হল। দলের ম্যানেজার ক্লড জানান, অবস্থা স্বাভাবিক হলে উৎসব করা হবে। ৩৭ ম্যাচে লিভারপুলের পয়েন্ট এই মুহূর্তে একশো থেকে মাত্র চার কম।

জুভেন্টাস ফেল

তুরিন-টানা তিনটি ম্যাচে জয় পেল না জুভেন্টাস। ১৫ জুলাই সিরি আ-তে ৩-৩ ড্র করেছে সাসুয়েলোর বিরুদ্ধে। অন্যদিকে, ইপিএলে আর্সেনালের কাছে হেরে ১০০ পয়েন্ট ছুতে পারছে

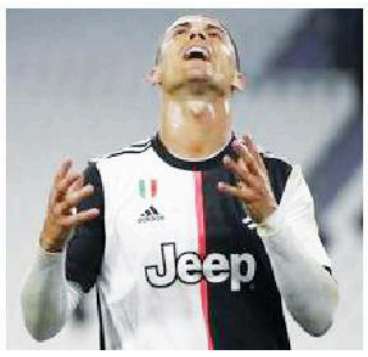

হতাশ রোনাল্ডো

না লিভারপুল। ড্যানিলো এবং গঞ্জালো হিগুয়েনের গোলে ১২ মিনিটেই ২-০ এগিয়ে যায় জুভেন্টাস। বিরতির পরে মাঠে দাপিয়ে বেড়ায় সাসুয়েলো। পরপর তিনটি গোল করে তারা। পিছিয়ে পড়ে জুভেন্টাসকে সমতায় ফেরান অ্যালেক্স স্যান্দ্রো। কোচের বক্তব্য, শারীরিক ও মানসিক, কোনওভাবেই আমরা এখন সেরা ফর্মে নেই।

নির্বাসিত এলাইজা

কেনিয়া-৯৫০০ মিটার দৌড়ের প্রাক্তন বিশ্বসেরা এলাইজা মানানগোইকে নির্বাসিত করা হল ডোপ পরীক্ষা না দেওয়ার কারণে। ২০১৭ সালে সোনা জিতেছিলেন এলাইজা। অ্যাথলেটিক্স ইন্টিগ্রিটি ইউনিট জানিয়েছে, অভিযুক্তের শুনানি কবে হবে তা এখনও ঠিক হয় নি।

ক্রীড়ামন্ত্রীর আশ্বাস

নয়াদিল্লি-দেশের ১৮টি রাজ্যে ক্রীড়ামন্ত্রী এবং আধিকারিকদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্স করে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী কিরেন রিজিজু জানিয়েছেন, 'এক রাজ্য, এক খেলা' নীতি মেনে সমস্ত রাজ্যকে একটি নির্দিষ্ট খেলাকে বেছে নিয়ে তার উন্নয়ন করতে হবে। রাজ্যগুলিকে এবিষয়ে আর্থিক ভাবে এবং বিভিন্ন প্রকার সহায়তা করবে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক।

আই পি এল হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি-আই পি এল চেয়ারম্যান ব্রিজেশ প্যাটেল জানিয়ে দিলেন এবার আই পি এল হচ্ছে। সংযুক্ত আরব আমির শাহিতে ৫১ দিন ধরে চলবে এই প্রতিযোগিতা অস্ট্রেলিয়াতে টি ২০ বিশ্বকাপ, এশিয়া কাপ বাতিল হয়েছে। খেলা হবে তিনটি স্টেডিয়ামে। দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম, শেখ জাবেদ স্টেডিয়াম এবং শারজাতে।

ব্ল্যাকউডের ব্যাটেই জিতল ওয়েস্ট ইন্ডিজ

ওয়েস্ট ইন্ডিজের নতুন তারকা জারমেইন ব্ল্যাকউড

সাউদাম্পটন-১১৭ দিন পরে প্রত্যাবর্তন হল টেস্ট ম্যাচের। ইংল্যান্ডের মাটিতে প্রথম টেস্টে দেখা গেল লড়াকু দল ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। সিরিজের শুরুতেই তারা এগিয়ে গেল ১-০। ইংল্যান্ডের মাটিতে সবসময়ই জয়ের একটা আলাদা স্বাদ আছে। ইংল্যান্ড বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের টেস্ট দেখে বোঝা গেল, ক্রিকেট আছে ক্রিকেটেই। প্রথম টেস্ট ম্যাচে জয়ের নায়ক ওয়েস্ট ইন্ডিজের জারমেইন ব্ল্যাকউড। ১৫৪ বলে ৯৫ রানের দুরন্ত ইনিংস খেলে গেল। চার উইকেটে জিতল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ম্যাচে ৯ উইকেট নিয়ে ম্যান অব দ্য ম্যাচ হলেন শ্যানন গ্যাব্রিয়েল।

নির্বাসন উঠল

জেলেভা-এখন আনন্দে মাতোয়ারা ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। ১৩ জুলাইতে দু'বছরের নির্বাচন উঠে গেল তাদের ওপর থেকে। আগামী মরশুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলতে পারবে গুয়ারদিওলার দল। ২০১২ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত আর্থিক বেনিয়মের অভিযোগে গত ফেব্রুয়ারিতে ম্যান সিটিকে দু'বছর চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে নির্বাসিত করেছিল উয়েফা। এই শাস্তির বিরুদ্ধে কোর্ট অফ আরবিট্রেশন ফর স্পোর্টে (ক্যাস) আবেদন করেছিল তারা। তিন বিচারকের রায়ে শাস্তি বাতিল হয়েছে। তবে তদন্তকারী সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা না করায় ক্যাস ১০, মিলিয়ন ইউরো (সাড়ে ৮৪ কোটি টাকা) জরিমানা করেছে সিটিকে। এই রায়ের পরে গুয়ারদিওলার মন্তব্য 'কোনও শাস্তির মুখে পড়তে হবে না, এটা আমি নিশ্চিত। আমাদের বিরুদ্ধে বে-নিয়মের যে অভিযোগ হয়েছে, তা ঠিক নয়।

পৃষ্ঠা-৭

মেডিসিন, হার্ট, ডায়াবেটিসের চিকিৎসায়—
ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য
MD (MEDICINE)
মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি সময় ২-৩০ মিনিট
সেরাম পলিক্লিনিক
৩২এ, রামকান্ত বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৪
(শ্যামবাজার মনীন্দ্র কলেজের পাশের গলিতে)
যোগাযোগ : 8697144314/8777052022

ত্রাণ নিয়ে গদখালিতে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন

১। ত্রাণ সামগ্রী প্যাকেটজাত করা হচ্ছে।
২। ত্রাণ নিতে আসছেন গ্রামের মানুষ।
৩। গ্রামবাসীদের অভিযোগ শুনছেন সম্পাদক।
৪। ত্রাণকেন্দ্রে সম্পাদকের সঙ্গে মির্জা মহম্মদ হোসেন বেগ।
৫। স্থানীয় বৃদ্ধাকে ত্রাণের প্যাকেট তুলে দিচ্ছেন সম্পাদক।
৬। ত্রাণ নিতে লম্বা লাইন।
৭। ত্রাণ সামগ্রী নামছে গাড়ি থেকে।

সন্তানের বিয়ে দিচ্ছেন ?

যার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন সে থ্যালাসেমিয়া বাহক কিনা দেখেছেন কি?

থ্যালাসেমিয়া কি ? থ্যালাসেমিয়া একটি জিন ঘটিত রোগ

থ্যালাসেমিয়া রোগের লক্ষণ ঃ ১। রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যায়। ২। বয়স অনুযায়ী বাচ্ছার বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু প্লীহা (Spleen) বৃদ্ধি ঘটে, পরিণতি মৃত্যু।

থ্যালাসেমিয়া রোগের কারণ কি? ঃ যেকোন একজন থ্যালাসেমিয়া বাহক যদি অপর বাহককে বিয়ে করে তাহলেই পরের প্রজন্মে থ্যালাসেমিয়া অসুখ হবার সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু থ্যালাসেমিয়া বাহক কোন অসুখ নয়, বাহকের সঙ্গে সাধারণের বিয়ে হলেও পরের প্রজন্মের থ্যালাসেমিয়া অসুখ নিয়ে পৃথিবীতে আসবার কোন সম্ভাবনা থাকবে না।

থ্যালাসেমিয়া রোগ প্রতিরোধের উপায় - আমাদের আবেদন

সুজনেষু,

আসুন, জন্মানোর এক বছর পর থেকে বিবাহের আগে পর্যন্ত থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করে / করিয়ে এবং দুজন বাহকের মধ্যে বিবাহ না দিয়ে আপনিও থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়ার শরিক হোন।

ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জী, সভাপতি
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সহ সভাপতি
স্বামী সারদাত্মানন্দ মহারাজ ও ডাঃ শেখর ঘোষ
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সঞ্জীব আচার্য্য, সম্পাদক
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

কার্যকারী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ ঃ ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য, তিনকড়ি দত্ত, জয়ন্ত সাহা, অজয় চৌবে ও মৃদুল ব্যানার্জি

সদস্যবৃন্দ ১) শরদিন্দু চ্যাটার্জি, ২) রজত বোস, ৩) অনুপম রায়, ৪) রামকৃষ্ণ বসাক, ৫) রামপ্রসাদ চক্রবর্তী, ৬) শৈলেন পাল, ৭) মালঞ্চ সাহা, ৮) প্রিয়জিত ভৌমিক, ৯) অমল বোস, ১০) এস এস চন্দ, ১১) রুবী মণ্ডল, ১২) গোপাল সাহা, ১৩) আশীষ ভট্টাচার্য্য, ১৪) ববিতা দাস, ১৫) সুদীপা কর্মকার, ১৬) তপন ব্যানার্জি, ১৭) অশোক পাল, ১৮) প্রদীপ পাত্র, ১৯) সৈকত মুখার্জি, ২০) সোনালি বিশ্বাস, ২১) সঞ্চয় সাহা, ২২) পার্থ দাস, ২৩) সঞ্জয় সেনগুপ্ত, ২৪) সন্দীপ মিল, ২৫) তাপস কুমার চক্রবর্তী, ২৬) রিক্তা বিশ্বাস, ২৭) সুমনা কর, ২৮) অভিষেক কুমার মিত্র, ২৯) কৃতান্ত মণ্ডল, ৩০) পরিমল রায় চৌধুরী, ৩১) নবনীতা পাল, ৩২) রণিতা মিত্র, ৩৩) কুহু চ্যাটার্জি, ৩৪) দেবশঙ্কর নন্দী, ৩৫) অদিতি বসু, ৩৬) নমিতা পাল, ৩৭) মধু শেঠ, ৩৮) মধুমিতা পাত্র, ৩৯) অরবিন্দ নন্দী, ৪০) রাসবিহারী ব্যানার্জি, ৪১) পুলক শূর, ৪২) রুদ্র রায়, ৪৩) ডা. পি. কর্মকার, ৪৪) রীণা ঘোষাল, ৪৫) দেব পাল, ৪৬) রীতেশ ঘোষ, ৪৭) অমিতাভ সিনহা, ৪৮) মৌমিতা ঘোষ, ৪৯) শুভময় কুণ্ডু, ৫০) রেশমি নায়েক, ৫১) স্বপন দে, ৫২) চিত্রা শীল, ৫৩) আবীর চ্যাটার্জি, ৫৪) মীনাক্ষী পাল, ৫৫) সুবীর অধিকারী, ৫৬) সৌগত ভট্টাচার্য্য, ৫৭) সব্যসাচী বোস, ৫৮) স্বপন কুমার ভুঁইয়া, ৫৯) অভিজিৎ মাহাতো, ৬০) ইরা দত্ত, ৬১) সঞ্জয় সর্বজ্ঞ, ৬২) শেখ নাজিবুল রহমান, ৬৩) তৃষ্ণা বসু, ৬৪) গৌতম শীল, ৬৫) লক্ষ্মীনারায়ণ বিশ্বাস, ৬৬) ইন্দ্রনীল ব্যানার্জি, ৬৭) শ্যামল মুখার্জি, ৬৮) কমল মাইতি, ৬৯) চন্দন ঘোষ, ৭০) মোল্লা জামালউদ্দিন, ৭১) সুব্রত সাহা, ৭২) সুব্রত ঘোষ।

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন থ্যালাসেমিয়া ক্যাম্প ও বাহক রক্ত পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করুন
১০, ভূপেন বোস এভিনিউ, কোলকাতা-৭০০ ০০৪, যোগাযোগ ঃ (০৩৩) ২৫৩০ ৬৫৭২, ৯৮৩০৫ ৬০২৯৬

Owner- Sanjib Acharya, Printer-Sanjib Acharya, Publisher- Sanjib Acharya, Published from- 122/2, Panchanantala Road , P.O.Paschim Putiary, Kolkata- 700 041, District- South 24 Parganas, Printed from- Diamond Art Press, 37/A, Bentinck Street, Kolkata-700 069, Editor- Sanjib Acharya. Editorial and Corporate Office : 98305 60296.